উৎসর্গ

আশা-কুসুম।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ—

প্রকৃতি ও পুরুষ

বা

রাধা-কৃষ্ণ।

Some said "John, print it," others said "not so."
Some said "It might do good," others said "no."

Bunyan.

কলিকাতা, ১৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটস্থ
"ছাত্র"-কার্য্যালয় হইতে
শ্রীঘনেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩০৯।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

Help me O Lord! my boat is so small and
thy ocean is so great. — [illegible]

উৎসর্গ পত্র।

২১৬৮

ভারতের উজ্জ্বলরত্ন

শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমানুরাগী অমর বঙ্কিমচন্দ্রের

শ্রীকরকমলোদ্দেশে

এই

"প্রকৃতি ও পুরুষ বা রাধা-কৃষ্ণ"

ভক্তিকুসুম

অর্পণ করিয়া

অজ্ঞান দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবন

কৃতকৃতার্থ

হইল।

নিবেদন।

"প্রকৃতি ও পুরুষ" বা "রাধা-কৃষ্ণ" প্রকাশিত হইল। ইহা অতি নূতন ধরণের সারগর্ভ পুস্তক। গ্রন্থকার একজন অষ্টাদশ বর্ষীয় নবীন ভাবুক ও হিন্দুধর্ম্মানুরাগী—এম্ববিধ পুস্তক রচনায় এই তাঁহার প্রথম উদ্যম। এ উদ্যমের ফলাফল আমাদের বিচার্য্য নহে—সুধীগণের, যাহারা এই নবীন ভাবুককে উৎসাহ-দান করিয়া দার্শনিক জগতে তাঁহার উন্নতির আশা করেন। ফলকথা, এই পুস্তক খানি তাঁহার শৈশব সাধনার ফল।

প্রকাশক।

ভূমিকা।

(২০৭৩)

শ্রীশ্রীগুরবে জ্ঞানানন্দায় নঃ।

আজ আমার সাধের "রাধাকৃষ্ণ" বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জনসমাজে প্রচারিত হইল। কতিপয় বন্ধু কর্তৃক পরিচালিত "ছাত্র" নামক সচিত্র পাক্ষিকপত্র ও সমালোচনে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। সাধারণের ইচ্ছানুযায়ী উক্ত পত্রের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ এই প্রবন্ধটী পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিতে অনুরোধ করায় ইহার অধিকাংশ স্থল, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া মুদ্রিত করা হইয়াছে।

"রাধাকৃষ্ণ" প্রণয়নের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। বাল্যাবধি কেবল ভাবিয়া আসিতেছি, লোকে কেন আমাদের রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকে অশ্লীল বলে? পরে গুরুকৃপায় রাধাকৃষ্ণের নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়ায় কৃষ্ণপ্রেম বিদ্বেষী মনুষ্যগণের ভ্রান্ত বিশ্বাস দূরীকরণের আশা বড়ই বলবতী হইল। সেই জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। কেবল মনে হইত অন্য কোন শাস্ত্রে কি উক্ত

ভাব কোনও স্থানে অঙ্কিত হয় নাই? পরে বাইবেলের (Bible এর) দিকে বড়ই দৃষ্টি পড়িল। উক্ত ধর্ম্ম পুস্তকে দেখিলাম রাধাকৃষ্ণের প্রেমের অনুরূপ ভাব উহাতে অঙ্কিত আছে। পরে কোরাণ পাঠ করিতে ইচ্ছা হইল বটে কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ আরবী-ফারসী ভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়া উক্ত আশা ত্যাগ করিতে হইল। তদনন্তর আমার জনৈক মুসলমান বন্ধুর কৃপায় কোরাণের আদ্যোপান্ত নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইলাম;—তাহাতেও দেখিলাম প্রেমের একই ভাব। তখন হইতে বোধ হইল প্রেম এক ভিন্ন দুই নহে। আমার বিশ্বাস সর্ব্বশাস্ত্রেই উক্ত প্রেম ভিন্ন ভিন্ন রকমে অঙ্কিত আছে; কারণ, শাস্ত্র এক ভিন্ন দুই নহে। মনুষ্য নানা জাতীয় নানা ভাবে চালিত হইয়া শাস্ত্রকে বহুবিধ করিয়া তুলিয়াছে। শাস্ত্রমাত্রেই আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ। আধ্যাত্মিকতা শাস্ত্রের মূলভিত্তি; অতএব সকল শাস্ত্র এক, এ বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের ঋষিরা আমাদের শাস্ত্রে অধিকাংশই আষাঢ়ে গল্পের ন্যায় গল্পে পূর্ণ করিয়াছেন, তাহা বলিয়া কি শাস্ত্র অলীক?—তাহা নহে।

রূপকে পূর্ণ করিয়া শাস্ত্র সকলকে অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী ও সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন করিয়াছেন। শাস্ত্রালোচনার একটী বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়, সেটীর নাম লক্ষ্য নিরূপণ। লক্ষ্য দ্বিবিধ ;—অন্তর্লক্ষ্য ও বহির্লক্ষ্য। শাস্ত্রের বহির্লক্ষ্যার অর্থ লইলে ধর্ম্মে বিদ্বেষ ভাব আইসে ও নিন্দা আরোপিত করিবার ক্ষমতা বেশ পাওয়া যায়। অন্তর্লক্ষ্যাত্মক বলিয়াই শাস্ত্রালোচনা ও সাধনা এত কষ্টসাধ্য। মহাভারত, রামায়ণ, চণ্ডী, শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ লইয়াই হিন্দু ধর্ম্ম,—এই সমস্ত গ্রন্থ সাদেই রূপক গল্পে পরিপূর্ণ। মহাভারত পাঠে দেখা যায়—সামান্য একটু স্থান লইয়া ভ্রাতৃ বিরোধ—দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ইত্যাদি। রামায়ণে—সীতা হরণ, রাবণ বধ ইত্যাদি। চণ্ডীতে—একটী রমণীর অসুরদ্বয় সঙ্গে যুদ্ধ। সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে—শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও ষোড়শ সহস্র গোপিনীর সহিত তাঁহার বিহার বর্ণন। উক্ত গল্পগুলি প্রায়ই সব আষাঢ়ে গল্পের ন্যায় শুনায়। তাহা বলিয়া কি শাস্ত্র সকল আষাঢ়ে গল্পেই পরিপূর্ণ, প্রকৃত তত্ত্ব বিহীন ?—রূপকে পরিপূর্ণ বলিয়াই হিন্দু ধর্ম্ম এত আদরের বস্তু হইয়াছে। সেই কারণে

সহজেই মন প্রাণ আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অন্তর্লক্ষ্যে না দেখিলে শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব কিছুতেই উপলব্ধি হইবে না। কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণলীলা যে অশ্লীলতাহীন ও প্রকৃত আধ্যাত্মিকভাবে পরিপূর্ণ এইটী প্রকাশই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার মূখ্য উদ্দেশ্য। ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যিনি অনাদি, অনন্ত, ব্রহ্মাণ্ডপতি তিনি 'মনুষ্য' হইতে পারেন না, কিন্তু ঋষিরা তাঁহাকে মনুষ্যরূপী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার একমাত্র কারণ যে মনুষ্যের জন্য ধর্ম্ম ; অতএব মনুষ্যের স্বগোলকে ভগবানের রূপগুণ কতকটা আনিলে তাঁহার ভাব সহজেই পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য ভগবান 'মনুষ্য' হইতে পারেন না, তাহা হইলে তাঁহাকে উপাধিভ্রষ্ট করিতে হয় সেই জন্য জগদ্গুরু ব্যাসদেব কৃষ্ণলীলা বর্ণনা সম্পন্ন করিয়া ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতম্।
স্তুত্যা নির্ব্বচনীয় তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া ॥
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থ যাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ ! তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম ॥"

এক্ষণে ব্যাসও বলিতেছেন "তুমি রূপবর্জ্জিত, আমি ধ্যানে যে তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি; তুমি অখিল গুরু ও বাক্যের অতীত, আমি স্তবের দ্বারায় তোমার যে সেই অনির্ব্বচনীয়তা দূরীকৃত করিয়াছি; এবং তুমি সর্ব্বব্যাপী, অথচ আমি তীর্থ যাত্রাদি দ্বারায় তোমার যে সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট করিয়াছি। হে জগদীশ! মৎকৃত এই তিনটী বিকলতা দোষ ক্ষমা করুন।"

যাহা হউক, আজ আমি আমার "রাধাকৃষ্ণকে" মস্তকে ধারণ করিয়া জনসমাজে চলিলাম। প্রাণে যে ভাবে তাঁহাদের দেখিয়াছি সেই ভাবই ব্যক্ত করিলাম; অতএব তর্ক ও নিন্দার ভয় না রাখিয়া নির্ভয়চিত্তে প্রকাশিত করিলাম। যে অপবাদ, নিন্দা আমার সাধের "রাধাকৃষ্ণের" উপর আরোপিত হইবে আমি মহানন্দে নিজের বক্ষে ধারণকরতঃ আমার রাধাকৃষ্ণের প্রতি শাস্ত্রানভিজ্ঞ শিশুমতি বিদ্বানদিগের দ্বারায় আরোপিত কলঙ্ক দূর করিতে চেষ্টা করিব। আমি অজ্ঞান; বিদ্বানও নই, ভাষাজ্ঞও নহি—অতএব পুস্তক বিরচিত করিয়া নাম কিনিবারও বাসনা নাই, তবে বন্ধুগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া

মনের অন্ধ বিশ্বাসের ফল পুস্তিকাকারে বিবৃত করিলাম। এই পুস্তিকা যদ্যপি পাঠকগণের কথঞ্চিৎ পরিমাণে চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে আমার শ্রম সফল হইল জানিয়া সুখী হইব।

আমি কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে পূজনীয় স্বর্গীয় অমর বঙ্কিম বাবু আমাকে তাঁহার স্বর্গীয় লেখনী নিঃসৃত "কৃষ্ণ-চরিত্র" দ্বারায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। সেই জন্য তাঁহার "কৃষ্ণ-চরিত্র" আমার নিকট অমূল্য রত্ন। আমি শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার প্রধান প্রমাণের উদ্দেশ্য—যে কৃষ্ণপ্রেম অশ্লীলতাহীন—পত্রে পত্রে লইয়া প্রাণের ভাব পাগলের ন্যায় লিখিয়াছি। আশা করি, পাঠকবর্গ অনুগ্রহপূর্ব্বক কটাক্ষ দৃষ্টিতে পাঠ করিয়া এ নবীন লেখকের প্রথম উদ্যমেই হতাশ করাইবেন না। তাঁহাদের উৎসাহ পাইলে পুনরায় আমার "সন্ধ্যার-প্রদীপ" ও "দর্শনে-ধর্ম্ম" অতি শীঘ্রই জনসমাজে উপহার দিব। ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত মনুষ্য মাত্রেরই ভিন্ন ভিন্ন, সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহিনা, তবে অন্যান্য যে যে দোষ এ

পুস্তকে হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টা করিতে প্রয়াস পাইব।

কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে "ছাত্র"-সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এই পুস্তক প্রকাশে নানাপ্রকারে সহায়তা করিয়া ধর্ম্মানুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার বদান্ততার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। মহামান্ত শ্রীযুক্ত রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুরের তৃতীয় পুত্র আমার পরম বন্ধু "রূপেণ্ডার প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের" ও "ছাত্র" পত্রের সুযোগ্য কার্য্যাধ্যক্ষ ধনেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই পুস্তিকার পরিবর্দ্ধন, প্রুফ-সংশোধন ও আমার স্বরচিত গীতগুলি সুরলয়ে গঠন দ্বারা আমার যে কি প্রকার সহায়তা করিয়াছেন তাহা এই সামান্ত লেখনীতে প্রকাশিত হইবার নহে। পরমেশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা এই যে আমার বন্ধুদ্বয় এইরূপ সাহিত্য-বিষয়ক কার্য্যে সাহায্য করতঃ যাবজ্জীবন জনসাধারণের মনস্তুষ্টির সহায়তা করিতে থাকুন।

প্রায় ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে National Magazine নাম্নীয় কোন ইংরাজী মাসিক পত্রিকায় "Radha Krishna of the Bible" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতেও এ পুস্তকরচনায় উপকার পাইয়াছি। অধিকেনালম্।

গ্রন্থকারস্য।

প্রকৃতি ও পুরুষ

বা

রাধা-কৃষ্ণ ।

প্রকৃতি ও পুরুষ

বা

রাধা-কৃষ্ণ।

"LOVE—SOLEMN, DIVINE, ETERNAL."

আমরা ভ্রান্তবিশ্বাসে অন্ধ হইয়া রাধাকৃষ্ণকে কাল্পনিক দেবতা বলিয়া ধরি। ভ্রান্তবুদ্ধি আমরা জানি না যে এই যুগল মূর্ত্তিটী প্রকৃতই ঐশ্বরিক প্রেমের অবতার। আমরা কল্পনার আবরণ উন্মোচন করিলে দেখিতে পাই যে উঁহাদের সম্বন্ধে ঋষিরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা প্রকৃতই সত্য ও মর্ম্মস্পর্শী। তাঁহারা উঁহাদিগকে পরস্পরের পূজ্য ও পূজক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইংরাজী তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ উঁহাদিগকে Matter and Spirit—The Loving Couple বলিয়া থাকেন।

কারণ উঁহারা সর্ব্বদাই নিঃস্বার্থপ্রেমে বদ্ধ ও একত্রীভূত। একজনের অভাবে আর একজনের প্রেমের স্ফূর্ত্তি হয় না। উভয়ের সম্মিলনে অনুস্যূত চৈতন্য পরিস্ফুট হইয়া প্রকৃতি সম্ভোগ করে ও কর্ম্মের কারণস্বরূপ হয়, যাহাকে আমরা Cause and Effect বলিয়া থাকি। উক্ত কারণদ্বয় বা যুগলমূর্ত্তি যে প্রেমে পরস্পরে আবদ্ধ সে প্রেমটীকে আমরা বৈষ্ণব বিদ্যায় অহৈতুকী প্রেম বলিয়া জানি। রাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম সেটী কোন নিজের স্বার্থ পরিপূরণের জন্য নহে, কেবল তাঁহার অপরিহার্য্য অনন্তমিলন বা সঙ্গলাভের আশায়, যে মিলনকে আমরা ইংরাজীতে Eternal Companionship বলিয়া থাকি। এ প্রেম অতি উচ্চধরনের প্রেম (Love transcendental.) কেবল অভিধান অর্থ বুঝিলে উক্ত প্রেমের প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারা যায় না। উক্ত প্রেমের আকাঙ্ক্ষী হইতে হইলে ঐ প্রেমের উপচার ও অনুষ্ঠান কি, তাহা ভাল করিয়া জ্ঞাত হওয়া উচিত। এক্ষণে সেগুলি কি, আমাদের আপাততঃ জ্ঞেয় বিষয়। ভালবাসার জিনিষে সৌন্দর্য্যদর্শন প্রকৃত

অকৃত্রিম প্রেমের আদি লক্ষণ। সেজন্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ রাধা-কৃষ্ণকে পরস্পর পরস্পরের চক্ষে সুন্দরী ও সুন্দর এই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জীবনের বসন্তে প্রেম-সঞ্চার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অতএব উক্ত ঐশযুগলের (Divine Couple) প্রেম-বিকাশ অতি মনোরম অবসরে বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রেমের স্থান—নীরব, নিথর, বিজনপ্রান্তে ; তথায় প্রেমিকের চক্ষে প্রতিবন্ধক নাই। সেই জন্য পবিত্র বিজন কুঞ্জ-নিকুঞ্জ-বিশিষ্ট মধুর বৃন্দাবনে উঁহাদের বিহারস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রেমের যুগল পরস্পরের প্রাণ মন পরস্পরের নিকট খুলিবেন, নচেৎ প্রকৃত নিঃস্বার্থ প্রেম হইল না। প্রেমের দ্রব্য বা প্রাণ মাত্রেই প্রেমিকের নিকট অতি শ্রেষ্ঠ দেখায়, যেন জগতে আর এমন জিনিষ নাই, এইটী যথার্থই প্রাণের জিনিষ, এরূপ বোধ হয়। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণকে ঋষিরা মথুরাস্থ বনমালাধারী শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্মবিশিষ্ট করিয়াছেন। সেই অনন্ত নিত্য প্রেমিকের প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইতে হইলে তাঁহার জ্যোতিস্বরূপ রূপবর্জ্জিত রূপ হৃদয়মন্দিরে স্মরণ করা উচিত, তাহা হইলে সেই বিশুদ্ধ

প্রেমের স্ফূর্ত্তি হয় ও বিশেষরূপে উপলব্ধি করা যায়। বৈদিক শ্রীকৃষ্ণ-গোপাল তাপনীর উত্তরবিভাগে উক্ত আছে :—

"মথুরায়াং স্থিতি ব্রহ্মন্ সর্ব্বদা মে ভবিষ্যতি।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালাবৃতস্ত বৈ ॥
বিশ্বরূপং পরং জ্যোতিঃ স্বরূপং রূপবর্জ্জিতম্।
হৃদা মাং সংস্মরণং ব্রহ্ম মৎপদং যাতি নিশ্চিতম্ ॥"—৪৫,৪৬ শ্লোঃ।

আরও প্রকৃত প্রেমের যে একটী বিশেষ কার্য্য আছে সেটীও ঋষিরা বলিয়াছেন। সেটীকে তাঁহারা "আত্ম-সমর্পণ" বলেন। উলঙ্গপ্রাণে আত্মসমর্পণ না করিলে প্রেম করা হইল না ও প্রেমে নিঃস্বার্থতাহেতু যে সুফল সেটীও ভোগ করা যায় না। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ মধ্যে মধ্যে গোপীদের বসন লইয়া পলাইতেন, দেখিতেন তাহারা যথার্থ লাজ লজ্জা ত্যাগ করিয়া উলঙ্গপ্রাণে তাঁহাতে প্রাণ সঁপিয়াছে কি না। উপরোক্ত বিষয়ের একটী বিশেষ দৃষ্টান্তস্থল মধুর রাসলীলা। যাঁহার এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ নাই, তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমে অধিকার নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার প্রেম অস্ফুটাবস্থায় থাকিবে। দুঃখের বিষয় এই

রাসলীলা লইয়া অনেক বিবাদ বিতণ্ডাও সময়ে সময়ে পরিলক্ষিত হয়! এক্ষণে নিম্নলিখিত দ্বিবিধ প্রশ্ন উঠিতে পারে :—

১। ঐশ্বরিক ব্যাপারে উক্ত রাসলীলা সংযুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত কি না?

২। উক্ত রাসলীলার নির্দ্দিষ্ট প্রসারতা কতদূর বিস্তৃত?

প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে গুটীকত কথা বলা আবশ্যক। আমাদের যে দেবসেবা বা পূজা সেটী একপ্রকার আত্মবৎ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা যে আহারাদিতে তুষ্ট সেই উপাদানে নিত্য-নিরঞ্জন ব্রহ্মকে ভুলাইতে চাহি। এইটী কি সামান্য প্রহেলিকা? সেই জন্য শক্তির বরপুত্র শ্রীরামপ্রসাদ এই আত্মবৎ পূজায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া বলিয়াছেন :—

প্রসাদী সুর—একতালা।

"মন তোমার এই ভ্রম গেলনা।
কালী কেমন তা'ও চেয়ে দেখলেনা॥
জগৎকে সাজাচ্চেন যে মা দিয়ে কত রত্ন সোণা;
(ওরে) কোন লাজে সাজা'তে চাস তাঁয় দিয়ে ছার ডাকের গহণ॥

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর খাদ্য নানা,
(ওরে) কোন লাজে খাওয়াতে চাস্ তাঁয় আলোচাল আর বুট্ ভিজানা।
জগৎকে পালিছেন যে মা সাদরে তাও কি জাননা ;
(ওরে) কেমনে দিতে চাস বলি, মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা ॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মাত্র হয় গো তাঁর উপাসনা ;
তুমি লোক-দেখান কর্‌বে পূজা, মা তো আমার ঘুষ খাবেনা ॥'

শ্রীরামপ্রসাদ গীতান্তরেও উক্ত ভাব লক্ষ্য করিয়া বাহ্যিক পূজার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছেন। সে গীতটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

প্রসাদী সুর—একতালা।

"মন তোমার এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী বলে বসরে ধ্যানে ॥
জাঁক জমকে কল্লে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে ;
তুই লুকিয়ে তাঁরে কর্‌বি পূজা জান্‌বেনারে জগৎজনে ॥
ধাতু পাষাণ মাটীর মূর্ত্তি, কাজ কিরে তোর সে গঠনে ;
তুমি মনোময় প্রতিমা করি বসাও হৃদি পদ্মাসনে ॥
আলোচাল আর পাকা কলা, কাজ কিরে তোর আয়োজনে ;
তুমি ভক্তি সুধা খাইয়ে তাঁরে তৃপ্ত কর আপন মনে ॥

ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো, কাজ কিরে তোঁর সে রোস্‌নায়ে ;
তুমি মনোময় মাণিক্য জ্বেলে দাও না জ্বলুক নিশি দিনে ॥
মেষ ছাগল মহিষাদি কাজ কিরে তোর বলিদানে ;
তুমি "জয় কালী" "জয়কালী" বলি, বলি দাও ষড়্‌রিপুগণে ॥
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল, কাজ কিরে তোর সে বাজনে ;
তুমি "জয় কালী" বলি, দাও করতালি, মন রাখ সেই শ্রীচরণে ॥"

"মধুর রাসলীলা" ভগবৎ প্রেমের প্রসারতা ও পরিচালনার একটী মুখ্য লক্ষণ বলিয়া তত্ত্ববিৎ যোগিগণ ব্যবহার করিয়াছেন। এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে হৃদয় প্রশান্ত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, আর তাহা না হইলে ভগবানের আবির্ভাব হইবে না। সর্ব্বজীবে চৈতন্যশক্তি বা জ্ঞান-দীপ প্রজ্জলিত আছে, কিন্তু তাহার বিকাশ সর্ব্বস্থানে নাই। যাঁহার হৃদয়াধার মলিনতা ত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইয়াছে, তাঁহাতেই কেবল উক্ত চৈতন্যের বিকাশ হয় এবং সেইখানেই ভগবানের আবির্ভাব হয়। অতএব যতক্ষণ আমরা আসুরিক ভাব ত্যাগ করিয়া দেবভাবাপন্ন না হইব, ততক্ষণ উক্ত প্রেমবিকাশ হৃদয়-

কন্দরে স্থান পাইবে না।—ততক্ষণ উক্ত ঐশ্বরিক রাসলীলার সার্থকতা বুঝিতে পারিব না। উক্ত প্রেম বা ভালবাসা বুঝিতে হইলে লোকগত ভালবাসা অগ্রে বুঝিতে হইবে। ভগবান্ মনুষ্যকে প্রেম দিয়াছেন, ভালবাসা দিয়াছেন, তাহার কারণ যে তাহারা অবশেষে উক্ত প্রেম পরিচালনার দ্বারায় তাঁহার ভালবাসা বুঝিবে। ভালবাসা বা প্রেম কথাটী একটী মধুর অব্যক্ত শব্দ। একটী শিশুর সমক্ষে প্রেমের কথা বলিলে সে কিছুই বুঝিবে না। তাহার চন্দ্রকলাসম আননে মধুর চুম্বন দাও, সে আনন্দে নৃত্য করিবে। সেইরূপই প্রেমিক প্রেমিকার স্থায়। "আমি তোমাকে ভালবাসি" একথা বলিলে "প্রেমের" সার্থকতা হইল না। সাধনা বা যৌগীক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার দ্বারায় প্রেম প্রকাশ করিতে হয়। আমাদের ঋষিরা অবিকল রাধাকৃষ্ণের পবিত্র সম্মিলন বর্ণনায় ঐরূপ ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন। যেজন্য তাঁহারা কৃষ্ণকে সুবিশাল তমাল তরুর সঙ্গে উপমা দিয়াছেন ও রাধাকে ফলফুলবিশিষ্টা তাঁহার আপাদমস্তক জড়িতা লতিকা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই মিলন কি পবিত্র,

কি শান্তিময়! কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে দেখিলে উহার আরও কত আনন্দপ্রদ অর্থ প্রকাশ পায়। আধুনিক নবীন সাধক রামবাবু এই ভাবটী লক্ষ্য করিয়া সুমধুর গীতটী রচনা করিয়াছেন :—

খাম্বাজ—যৎ।

"কে হে তুমি তরুবর আছ সুখে দাঁড়াইয়ে।
গোপিকা বেষ্টিতা তাহে রাধা-লতা জড়াইয়ে॥
(তুমি) তমাল পিয়াল নহ, অগুরু চন্দন নহ,
(তুমি) সংসারেরি কল্পতরু অনুমানি নিরখিয়ে॥
বৃন্দাবন পুণ্যধামে, আছ হে ত্রিভঙ্গঠামে
(তুমি) সত্ব, রজ, তম তিনে একাধারে মিলাইয়ে॥
তোমার মহিমা হরি, কেহ নাহি পায় ধ্যানে
তুমি আপনি আধারে আছ আপনি আধেয় হ'য়ে॥
রাম বলে ওহে তরু, এসহে মম হৃদয়ে
(আমি) চারি ফল লব কুড়া'য়ে (তোমার) শীতল ছায়ায় বসিয়ে॥"

উক্ত প্রকৃতি-পুরুষের মিলনের প্রেম বুঝিতে হইলে জ্ঞানের আবশ্যক। জ্ঞান-চক্ষু ভিন্ন উপায়ান্তরে উহার পরিস্ফুটতা উপলব্ধি হয় না। ভগবান স্বয়ংই বলিয়াছেন ;—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥"

দ্বিতীয় প্রশ্নটী অধিকতর কষ্টসাধ্য। ইহার অনুশীলনে অতীত ও বর্ত্তমান এই দু'য়ের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়—অর্থাৎ আধুনিক ও প্রাচীনকালের কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে বিবাদ আসিয়া পড়ে—আমরা আজ যাহাকে অশ্লীল, অশ্রাব্য বলিয়া ঘৃণা করি, সেটী সেকালের ভাষায় বেশ স্পষ্ট ভাল বলিয়া প্রচলিত ছিল। এক্ষণে মনুষ্যের মন অবিদ্যায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, অতএব ভেদজ্ঞান আসিয়াও পড়িয়াছে। অবিদ্যার নাশ না হইলে ভেদজ্ঞান যাইবে না; এ ভেদজ্ঞান নষ্ট না হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম কুভাবাপন্ন ও অশ্লীল ভাবিব। এই ভেদজ্ঞানের প্রধান কারণ আমাদের আত্মবৎ ভগবৎ গুণ নিরূপণ। ভেদজ্ঞান নষ্ট হইলে, জীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। কোন তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন, "যাঁহারা ভগবানের অবতারের সম্বন্ধে সন্দিহান, তাঁহারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টিত হউন্, সন্দেহ থাকিবে না। বহুজন্মার্জ্জিত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাবশিষ্ট মানবদেহধারী শ্রীকৃষ্ণে

চৈতন্যশক্তির পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল। স্বজাতীয় আকর্ষণহেতু তিনি ধার্ম্মিকপ্রবর বসুদেবের ঔরসে ও সাধ্বী দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে! কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জড়দেহে যাঁহারা চিত্ত নিবদ্ধ করেন, তাঁহারা তাঁহার লীলা আদৌ বুঝিতে সমর্থ হয়েন না, উহা বুঝিতে হইলে তাঁহার স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ চৈতন্যে মনঃসংযোগ আবশ্যক। যেমন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই গীতাতে বলিয়াছেন, তাঁহার তাবৎ কার্য্য তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বুঝা আবশ্যক। যাঁহারা অবতার বাচ্য, তাঁহাদের জীবনের মূলমন্ত্রে ও এই বিশ্বের মূলমন্ত্রে কোনরূপ বিরোধ নাই। তাঁহাদের কার্য্যকলাপের যেরূপ বিশেষ ভাব আছে তদ্রূপ সাধারণ ভাবও আছে। বসুদেব নামক ব্যক্তির ঔরসে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল, ইহা বিশেষ ভাব এবং প্রত্যেক সাত্ত্বিক ব্যক্তির নিকটেই ভগবানের আবির্ভাব হইয়া থাকে, ইহা সাধারণ ভাব। সাধারণ ভাবগুলি বিকাশিত করিবার জন্য বিশেষ ভাবের প্রয়োজন। ব্যক্তিগত বিশেষত্বে যদি সাধারণত্ব নিহিত না থাকে,

তাহা হইলে সেই বিশেষত্ব অকার্য্যকর। আমার ক্রিয়াকলাপের দ্বারা যদি বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ বংশাবলীর কোন উপকার সাধিত না হয়, উহা যদি কাহার জীবনের আদর্শস্বরূপ না হইতে পারে, তাহা হইলে আমার ক্রিয়া কলাপের সহিত অন্যের কোন সম্বন্ধ নাই। যাহাদের জীবন বিশ্বজীবনের সহিত একতানে তন্ত্রিত, তাহাদের জীবনই জগতে আলোচ্য হইয়া থাকে। কৃষ্ণলীলা এবম্বিধভাবে আলোচনা করিলে, উহা ভক্তের হৃদয়ে পরম আনন্দ বর্ষণ করিবে। উহার আধ্যাত্মিকভাব পরিত্যাগ করিলে উহা অধিকাংশ আষাঢ়ে গল্পের ন্যায় প্রতীয়মান না হইয়া পারে না। সরল কথায় বলিতে গেলে, বলিতে হইবে যে শ্রীকৃষ্ণের লীলায় ঐতিহাসিক সত্য কতদূর আছে, তাহা বিচার দ্বারা নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত অসম্ভব এবং ভক্তদিগের পক্ষে উহা নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কৃষ্ণলীলার ঐতিহাসিক সত্য যতদূর থাকুক বা নাই থাকুক, উহার আধ্যাত্মিক সত্যের সহিতই ভক্ত-জীবনের সম্বন্ধ। কৃষ্ণ মথুরায় [illegible] য়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা, এই

বিষয় লইয়া বিচার নিষ্প্রয়োজন। কৃষ্ণও অঘাসুর নামক দেহবিশিষ্ট কোন অসুরকে বধ করিয়াছিলেন ইহা স্বীকার বা অস্বীকারে তোমার আমার জীবনের সহিত সম্বন্ধ অত্যল্প, কিন্তু অসুরের বধ দ্বারা তিনি হৃদয়ের অঘ (পাপ) নাশ করিয়া ভবিষ্যৎ বংশাবলীকে বিশুদ্ধ চরিত্র হইতে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা তোমার জীবনের সহিত যথেষ্ট সম্বন্ধ। আধ্যাত্মিক সত্য বিরহিত হইলে, অলৌকিক ব্যাপার অকার্য্যকর, আধ্যাত্মিক সত্য সমন্বিত হইলে, ব্যাপার অলৌকিক হউক বা স্বাভাবিক হউক, উহাতে কিছু আসে যায় না; কারণ মূলবস্তু আমরা পাইলাম, আবরণ ছাড়িয়া দিলেও ক্ষতি নাই, রাখিলেও ক্ষতি নাই। যাঁহারা কৃষ্ণ বা অন্যান্য অবতারের লীলা আলোচনা করেন তাঁহারা এ সমুদায় সুন্দররূপ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, এই একান্ত বাঞ্ছনীয়।" সূক্ষ্মানুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হইবে যে কৃষ্ণলীলা এইরূপভাবে গ্রহণ করিবার জন্যই শাস্ত্রের সংকেত আভাষ পাওয়া যায়।

উক্ত প্রেমে ইংরাজ কবি Miltonও কোন দোষ বিবেচনা

করিতেন না। আজকাল কেবল মনুষ্যের মনের নীচতাহেতু আধ্যাত্মিক ভাব অবলম্বন করিতে পারে না, কাজে কাজেই প্রেমে কলঙ্ক আরোপ করে। কবিবর Milton, আদি পিতামাতা Adam এবং Eve সম্বন্ধে কি সুন্দর প্রেমবিকাশ অঙ্কিত করিয়াছেন ঃ—

"This said unanimous, and other rites
Observing none, but adoration pure
Which God likes best, into their inmost bower
Handed they went ; and eased the putting off
These troublesome disguises which we wear,
Straight side by side were laid, nor turn'd I ween
Adam from his fair spouse, nor Eve the rites
Mysterious of connubial love refused ;
Whatever hypocrites austerely talk
Of purity, and place, and innocence,
Defaming as impure what God declares
Pure, and commands to some, leaves free to all."

Paradise Lost.—Book IV.

এই যে আদিম পিতা মাতা Adam এবং Eve পরস্পর উলঙ্গপ্রাণে হাত ধরিয়া প্রেমালাপ করত Eden উদ্যানে ভ্রমণ করিতেন, এইটী যদ্যপি অশ্লীল হইত তাহা হইলে চরিত্রবান কবিবর এত খুলিয়া উক্ত পবিত্র প্রেম বিস্তার করিতে পারিতেন না। অপবিত্রাত্মাগণ উক্ত পংক্তিগুলি শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্বলীলার ন্যায় পাশব বাসনা পরিতোষের জন্য আগ্রহের সহিত পাঠ করেন ও বলেন যে উক্ত লীলা অশ্লীলতাময়। পবিত্রাত্মাগণ উক্ত প্রেমসুধা প্রাণ ভরিয়া পান করেন ও সেই পরমাত্মার চৈতন্য অনুভব করিয়া ঐশ্বরিক প্রেমের আশা পরিপূর্ণ করেন।

Symbology বা চিহ্ন-শাস্ত্র সকল শিক্ষার অতীব প্রয়োজনীয় উপায়। তবে পারমার্থিক বা ঐশ্বরিক শিক্ষায় উহার প্রয়োজনতা দৃষ্ট হইবে না কেন? সেই অনাদি অনন্তপুরুষ (Supreme Being) একাধারে আমাদিগের প্রেমিক ও স্বামী, এ কথা বলিলে যে তাঁহাকে আবার পিতা মাতার ন্যায় ধারণা বা অনুভব করা অধিকতর রুক্ষ বা কর্কশ হইবে এমন নহে; কারণ তিনি প্রেমিকের নিকট প্রেমিক, পুত্রের নিকট পিতা

মাতা, স্ত্রীর নিকট স্বামী, এইরূপ যে যেভাবে তাঁহাকে ডাকিবে, সেই ভাবে তাঁহাকেই পাইবে, বিশেষ কারণ এই যে তিনি আমাদের হৃদয়ের একমাত্র অধিকারী; অতএব যেভাবে তাঁহাকে ধারণা করি সেই ভাবে তাঁহাকে দেখিতে পাই। এই মর্ম্মের একটী মহাত্মার গীত দেখিতে পাওয়া যায়:—

রাগিণী বিভাস—তাল কাওয়ালি।

তুমি এক জন হৃদয়েরি ধন।
সকলে আপনার ব'লে সঁপে তোমায় প্রাণ মন।
প্রাণের ব্যথা মনের কথা যার যা মনে থাকে,
ভাবে ভুলে হৃদয় খুলে ব'লে সুখী তোমাকে,
সকলের হৃদয়ে থেকে শুন হৃদয়রঞ্জন।
মঙ্গলস্বরূপ তুমি তোমা ধন সকলে চায়,
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু তোমার গুণ সকলে গায়,
কার মাতা কারু পিতা কারু সুহৃদ্ সখা হও,
প্রেমে গ'লে যে যা বলে তাতেই তুমি প্রীত রও,
কেউবা মনে কেউ বচনে পূজে তোমার ঐ চরণ।

চব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় চাওনা চতুর্ব্বিধ রস,
তুমি কেবল ভাব-গ্রাহী ভাবের ভাবুক ভাবের বশ ;
একা তুমি সকলের ভাব গ্রহণ কর নিশি দিন,
ভাব ক'রে ডাক্‌লে এস ভাবনাক জ্ঞানহীন,
সেই ভরসায় ভবের কূলে বসে আছি নিরঞ্জন।—ব্রহ্ম সঙ্গীত।

তিনি প্রকৃতই নির্গুণ ও নিরাকার (Formless and Attributeless)। উহার নিগূঢ়তত্ত্বে প্রবেশ করিবার অধিকারী হইতে হইলে তাঁহাকে গুণবিশিষ্ট করা একান্ত প্রয়োজনীয়। উপনিষদে উক্ত আছে যে তাঁহার গুণ ও নামের দ্বারা তাঁহার বিকার (Metamorphosis) গঠিত, যেমন পনির দুগ্ধের বিকার বলিয়া বর্ণিত হয়। অতএব যে "ভগবান আমাদের প্রেমিক সুজন" এটী একটী মিষ্ট রূপক-বিশেষ। বৈষ্ণবমতে এই এক শব্দাত্মক অলঙ্কারটী অশাস্ত্রসঙ্গত নহে। এক্ষণে এই রূপকের নিয়োগ ফলটী কিছুক্ষণের জন্য আমাদের বিবেচনা সাপেক্ষ। ব্রজগোপিগণের ন্যায় সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইতে ও "আত্ম নিবেদন" করিতে ইচ্ছক শত শত মহাত্মাগণের

দ্বারায় উক্ত তত্ত্বের রস আস্বাদিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস, সনাতন এবং রূপ-গোঁসাই প্রভৃতি মহাত্মাগণ কেহই স্বৈরাচারী বা লম্পট ছিলেন না; তত্রাচ তাঁহারা মধুর-রাস আশ্রয় করিয়া ঐশ্বরিক প্রেমের আকাঙ্ক্ষী হইয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে মধুর-রাস তাঁহাদের ঐশ্বরিক প্রেমের উন্নতি সাধনোৎকর্ষণের উপায় হইলেও তাঁহাদের জীবন কত পবিত্র ও দেবভাবাপন্ন ছিল। তাঁহারাই অশ্লীলতা ও মাধুর্য্য-হীনতা এই দুইটীকে বিতাড়িত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক ব্যাপারে দৃষ্ট হয় যে তাঁহারা নাকি রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব মিলনে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, যে মিলন বৈষ্ণবশাস্ত্রে সম্ভোগ বলিয়া খ্যাত।

ঋষিদের মতে আমরা সেই মহাপুরুষকে কৃষ্ণ বলিতে পারিব, যিনি নিজ দয়াগুণে মানবের পাপ সকলকে আকর্ষণ করেন। এবং রাধা এই পদটী আরাধ্য (Prayerfulness) শব্দের সংক্ষেপার্থ মাত্র। রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন দ্বারা তাঁহাদের

দাম্পত্যপ্রণয় স্পষ্টরূপে সূচিত হইতেছে, সন্দেহ নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণপ্রণেতা প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ উক্ত মিলনকে ভর্ত্তৃসম্বন্ধীয় বা বৈবাহিক মিলন বলিয়া ব্যাখ্যাত করিয়াছেন. কিন্তু অন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতে উহা প্রেমের মিলন—আত্মা-সংযোগ। পরোক্ত মতাবলম্বীরা মহাপুরুষের বিবাহ সংঘটন সম্বন্ধে বিরোধী, কারণ তাঁহাদের মতে বিবাহ কার্য্যটী প্রকৃত জাগতিক ব্যাপার ও ঐহিক ঘটনা। উক্ত বৈবাহিক মিলনের সুখ দুঃখ আছে, উহা আশা, আশঙ্কা, সন্তানাদি ও মৃত্যু সকলের দ্বারায় জড়িত। বিবাহ পদটি গুণবাচী, উহা দুইটা প্রাণকে বুঝায়—একটী স্ত্রী, একটী পুরুষ—পরস্পরের প্রাণ পরস্পরের হৃদয়কক্ষে সঞ্চারিত। কিন্তু বৈষ্ণবেরা বলেন উক্ত ব্যাপার আমাদের ভগবানের বিষয়ে কোনরূপে নির্দ্ধারিত করা যায় না! বৈষ্ণবভক্ত বলেন "আমার প্রেমের দেবতাযুগল সর্ব্বদাই নবীন ও সুন্দর দৃশ্য হওয়া চাই, সর্ব্বদাই আনন্দে ও প্রেমে নৃত্য করিতে থাকিবে, আমি তাঁহাদের প্রেমের মিলনে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে আত্ম-হারা হইব"

তাঁহারা আরও বলেন যে কখন কেহই শ্মশ্রুবিশিষ্ট কৃষ্ণ ও বৃদ্ধা রাধা দেখেন নাই, কারণ সর্ব্বদাই নূতনত্বে সজ্জিত। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় বৈষ্ণবদের পক্ষে রাধাকৃষ্ণ উক্ত রূপান্বিত হওয়া দেখিতে সহ্য করা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া পড়ে। বয়ঃপূর্ণতা সংস্কার ও চিন্তার হ্রাস করাইয়া স্বার্থপরতার বীজ উৎপাদন করে ও কাঠিন্য সংযুক্ত হইয়া উঠে, কিন্তু অপক্কতা-বস্থায় কোমলতা লাভ হয়, সেই জন্য রাধাকৃষ্ণকে বৈষ্ণবেরা সর্ব্বদাই নবীনাবস্থায় দেখিতে ইচ্ছুক, সন্দেহ নাই।

এতাবৎকাল আমরা বক্তব্য বিষয়ের ভূমিকা সূচনা করিতেছিলাম, এক্ষণে এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিব। রাধা-কৃষ্ণ প্রেমটী যে অশ্লীলতাহীন এইটী প্রমান আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এটী প্রমান করিতে হইলে অন্য শাস্ত্রের সহিত রাধাকৃষ্ণের প্রেম তুলনা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আধুনিক ইংরাজী-বিদ্যাবিৎ শিশুমতি শাস্ত্রানভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেম অশ্লীলতাপূর্ণ, এইটী ধারণা করিয়া ঐশ্বরিক প্রেমে একপ্রকার ঘৃণা দাঁড় করাইয়াছেন। এক্ষণে

বাইবেলে সলোমন্ (Solomon)এর ঐশ্বরিক প্রেমের গীতিতে পাঠকবর্গের মনোনিবেশ করাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। উক্ত (Solomon) সলোমনের বিষয় বাইবেলে (Old Testament এ) উক্ত আছে। ইতিহাসের প্রত্যেক ছাত্র জ্ঞাত আছেন যে সলোমন্ জুডিয়া (Judia) রাজাগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন জ্ঞানীপুরুষ ছিলেন। বাইবেলে তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশক (Prophet) বলিয়া ব্যাখ্যাত আছে, যাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় আমরা রাজর্ষি বলিয়া থাকি। সলোমন্ (Solomon) বহুকাল প্রচলিত সেই সকল সারগর্ভ বাক্যাবলীর প্রণেতা, বাইবেলে যাহার নাম Proverbs. সলোমন্ (Solomon) তুল্য মনীষিন্ রাজর্ষি মুক্তিমার্গানুসন্ধানে যে মধুর রাসলীলায় চমৎকৃত হইবেন ইহাতে আর বিচিত্র কি? ইহা ভগবৎ গীতার স্বতঃসিদ্ধ সত্য প্রতিপাদন করে সন্দেহ নাই।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

অর্থাৎ "যিনি আমাকে যেমন ভাবে উপাসনা করিবেন, তেমন ভাবেই ফল পাইবেন"। ভগবান আবার স্বয়ংই বলিয়াছেন, "যদি তুমি আমাকে স্বামীর ন্যায় উপাসনা কর,

স্বীর উপযুক্ত ফল তুমি পাইবে”। সলোমন্-বিরচিত ধর্ম্মোপদেশের (Proverbs) মধ্যে যে প্রেমিকের নাম উল্লেখ আছে, সেটী সেই মহাপুরুষ (Supreme Person), যিনি প্রেমের অবতার সাজিয়া ভক্তজনের হৃদয়কন্দরে বিরাজমান থাকেন। এই জ্ঞানে একটী গীত গাহিয়াছিলাম :—

রাগিণী খাম্বাজ—তাল বৎ।

প্রেমিক সনে কর প্রেম রবেনা আর প্রেম পিয়াসা।
বৃথা প্রেম ক'রে কেন বাড়াও রে মন প্রেমের আশা॥
প্রেম কর প্রেমিক সনে,
প্রেমের আগুণ প্রেমগুণে,
পরিণত হবে নির্ব্বাণে, ঘুচে যাবে (তোর) যাওয়া-আসা॥
প্রেমময় সুধা নাম,
মুখে বল অবিরাম,
দূরে যাবে দুষ্ট কাম, মোক্ষ কামের হবে আশা॥
স্ত্রী পুত্র আদি পরিবার,
লয়ে শোধ আপন্ ধার,
মৃত্যু হলে সবই অসার, রয়ে যাবে (তোর) প্রেমের তৃষা॥

কালবরণ সে প্রেমময়,
হৃদয়মাঝে সদাই রয়,
(তুমি) পুরুষ ছেড়ে নারী হয়ে, শুনাও তাঁরে প্রেমের ভাষা॥
বিজবলে প্রেমের তরে,
যাও কেন মন অন্য দ্বারে,
(তোর) প্রেমিক আছে নিজের ঘরে, জাগিয়ে ঘুচাও প্রেমের আশা॥

এক্ষণে আমরা ইহুদী ও হিন্দুভক্তগণের পরস্পরের মধ্যে সৌসাদৃশ্য ভাবগুলি বিবৃত করিব। যথা:—

"Let him kiss me with the kisses of his mouth." Sol. chap. I, verse 2.

ইহার অবিকল অনুরূপ ভাব জয়দেবের গীতগোবিন্দে ২য় সর্গ, ২ গীত, ৩য় পংক্তিতে দৃষ্ট হয়:—

"কৃত পরিরম্ভণ চুম্বনয়া পরিরভ্য কৃতাধরপানম্।"

সলোমনের (Solomon) প্রথম অধ্যায়ে এইরূপ ভাব আরও কতকগুলি দৃষ্ট হয়; সেই গুলি জয়দেবের ভাবের সঙ্গে সৌসাদৃশ্য ভাবপ্রযুক্ত পংক্তিগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

"Because of the savour of thy good ointments." Sol. chap. I. verse 3.

জয়দেবের প্রথম সর্গে উহার অনুরূপ ভাব নিম্নশ্লোকে দৃষ্ট হয় :—

"চন্দন-চর্চ্চিত-নীলকলেবর-পীতবসন-বনমালী।
কেলিচলন্মণি-কুণ্ডলমণ্ডিত-গণ্ডযুগস্মিতশালী॥" ১ম সর্গ।

"Tellest me O thou whom my soul loveth, where thou feedest, where thou makest thy flock to rest at noon." Sol. verse. 7.

সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ঋষিদের মতে গোরাখাল ছিলেন এবং ব্রজবালকবালিকাগণ তাঁহার গতিবিধি অনুসরণ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন।

"If thou knowest not O thou fairest among women, go thy way forth by the footsteps of the flock and feed thy kids beside the shepherd's tents." Sol. verse 8

আমাদের ঋষিগণ ভক্তিকে একটী সুন্দরী বালিকা বলিয়া বর্ণনা করেন। উক্ত ভক্তিপদটী সংস্কৃত ভাষায় স্ত্রী-লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। সেই কারণ (Solomon) সলোমনের গীতের এত সুন্দর সৌসাদৃশ্য লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণবেরা বলেন যে রাধা, প্রধান ভক্ত বৃন্দা বা তুলসীর সাহায্যে প্রেম শিক্ষা করিতেন। বাইবেলেও দৃষ্ট হয় যে নবীন ভক্ত ভক্তির সন্তান-সন্ততিগণকে সাধুর আশ্রমে আহার করাইতেন, যে সাধুবর্গকে মেষপালক (shepherds) বলিয়া বর্ণিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলিতেছেন যে সাধু-সঙ্গ (Saintly companionship) ও সাধু-পূজা মুক্তিপ্রাপ্তি বিষয়ে তাঁহার নিজ পূজা অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ ও উপকারক্ষম। প্রকৃত প্রস্তাবের কারণ বিবৃতি এক্ষণে একটু স্পষ্টতর হইল। গম্ভীর দুর্ব্বোধ ভাবার্থ সংযুক্ত ধর্ম্মপুস্তকাদি পাঠাপেক্ষা ধর্ম্মনিষ্ঠ জীবন আধ্যাত্মিকতার পথাবলম্বনের প্রশস্ত উপায় সন্দেহ নাই।

নবম গীতে দেখিতে পাই ভগবানের ভক্তকে (Lord's beloved) একটী অশ্বের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে।

রাধাকেও আমরা ঐরূপ উপমাবতী দেখিতে পাই। রাধা নিজে নিজেই অভিযোগ করেন যে তিনি যুগপৎ পাঁচটী চালকের দ্বারায় চালিতা— সে পাঁচটী পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহিত তুলনা করা হয়। উক্ত উপমাদি অলঙ্কারের অর্থ এই যে শ্রীকৃষ্ণের সুললিত সুন্দর বপুর দৃষ্টিতে চক্ষু সার্থক হয়। তাঁহার মধুর মুরলী ধ্বনিতে কর্ণকুহর পবিত্র করে, তাঁহার মধুর নামগানে রসনা পরিতৃপ্তি বোধ করে ও তাঁহার সুকোমল দেহের স্পর্শে কি অপূর্ব্ব আনন্দানুভূতি উপভোগ করা যায় ইত্যাদি। আমাদের শাস্ত্রানুসারে উপরোক্ত অশ্বটী প্রচণ্ডাসক্তির রূপকাত্মক মাত্র। উপনিষদ্ রথ-যাত্রার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এইভাবে করেন যে রথের যাত্রা অর্থই জীবাত্মার (Human Soul) পরমাত্মাকে (Supreme Soul) হৃদ্সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা এবং বসিবারকালিন চালকের—বিবেকের (Moral Judgment)—হস্তে রশ্মি প্রদান করে, অতএব আসক্তি বা রিপুগণ (Horses) নিশেষ দমনে থাকে, কাজে কাজেই রথাসক্ত (Attached to Body) কর্ম্মচক্র মৃদুমন্দগতি অবলম্বনে অনন্তমার্গে ধাবিত হয়।

"My cheeks are comely with rows of jewels, thy neck with chains of gold." Sol. chap. I, verse 10.

বৈষ্ণব পদ্যানুবাদে রাধাকেও ঐরূপ সুসজ্জিতা করা হইয়াছে। জয়দেবে দৃষ্ট হয়—

"হারাবলী তরল কাঞ্চন।" (দ্বাদশ অধ্যায়।)

উক্ত অধ্যায়ে পুনরায় কি অপূর্ব্ব সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাই !

"He shall be all night betwixt my breasts';

Sol. V. 13.

জয়দেব লিখিয়াছেন—

"পীনপয়োধরপরিসরমর্দ্দননির্দ্দয়হৃদয়কবাটম্" ।

অবশ্য উভয় কবির উপমালঙ্কার কিঞ্চিৎ অশ্লীল শব্দাত্মক, কিন্তু উহাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার অনুসরণে উহাদের প্রকৃত মাধুর্য্য দৃষ্ট হয়। ছন্দোগ্যোপনিষদ্ পাতঞ্জল দর্শনানুসরণে যোগ বা ধ্যানকে পুরুষ এবং পরমাত্মার মধ্যে প্রেমাসক্ত দ্বন্দ্ব বলিয়া ব্যবহার করেন। উপনিষদে উক্ত দ্বন্দ্বকে "মৈথুন" নামে অভিহিত হইতে দৃষ্ট হয়। যাঁহাদের ধারণা আছে যে বৈষ্ণবেরাই রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধে অশ্লীলতাপূর্ণ উপমালঙ্কারাদি উদ্ভাবন করিয়াছেন,

তাঁহারা যদ্যপি অনুগ্রহ করিয়া উপনিষদে উক্ত বিষয়টী পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মনের অনন্ত তিমির চিরকালের মত অপস্থত হইবে, এ বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

পুনরায় জুডিয়াধিপতি (Judia king, Solomon) ১ম অধ্যায় ১৬শ গীতে বলিতেছেন :—

"Behold thou art fair ; my beloved, yea, pleasant : also our bed is green."—Sol, 16.

জয়দেব বলিতেছেন—

"পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্" ॥

ইংরাজী অনুবাদকেরা বলেন সলোমনের (Solomon) ১ম অধ্যায়টী যীশুখ্রীষ্টের ও তাঁহার ভক্তের মধ্যে অন্যোন্য অভিনন্দন ও আত্মার আনন্দপ্রকাশ করিতেছে। কিন্তু অন্যোন্যাভিনন্দন অতীব সাধারণ ব্যাপার। ইহাতে হৃদয় ভাবের স্ফূরণ অপেক্ষা বাক্য-চালনা অধিকতর প্রয়োজনীয়। ইহা প্রকৃত অপেক্ষা প্রথা-জনিতই বেশী। কিন্তু যতদুর আমরা পাঠ করিয়া বুঝিতে

পারিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে উক্ত অধ্যায় যীশুখ্রীষ্টের প্রতি ভক্তের একান্তানুরাগ, ঐকান্তিক প্রেম ও তাঁহার নিকট বিনিময় প্রেম প্রার্থনা ও নিরবচ্ছিন্ন তাঁহার সঙ্গভোগ ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশ পায় না।

বৈষ্ণবের অবস্থা ঠিক্ ইহার অনুরূপ। তাঁহার ভগবান্ চক্ষু, কর্ণ, বাক্যহীন অপৌরুষত্ব (Impersonality) নহে, তবে প্রেমিক সৎস্বরূপ আদি জীব (Supreme Being) তিনি গোলকে (Paradise of Gods) থাকেন না, সর্ব্বদাই ভক্তের ভক্তিতে ও কীর্ত্তনে বর্ত্তমান। ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন :—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

কি অপূর্ব্ব প্রেম বৈষ্ণবদের তাহা লিখিয়া কি জানাইব। ভক্ত রাধার ন্যায় মধুর নামে মূর্চ্ছা যান, বিরহে ঐ নাম উচ্চারণ করেন, যোগে-ধ্যানে তাঁহার সঙ্গ করেন, কথা বলেন। রাধার বিরহ জ্বর কি কঠিন! শ্রীশ্রীকৃষ্ণরূপী চিকিৎসক ভিন্ন উক্ত জ্বর কে থামাইবে?

এস্থলে রাধাময় শ্রীশ্রীকৃষ্ণকে প্রেম-গঞ্জণায় বলিতে পারি :—

রাগিণী খাম্বাজ—তাল যৎ।

কে হে তুমি নিরদয় রাধা-বাঁশী হাতে ল'য়ে।
ভ্রমিছ বিজনবনে "রাধা" বলে বাজাইয়ে॥
নয়নে রাধার তারা, অধরে রাধার ধারা,
ললাটেতে শশী রাধা, শিরে রাধা চূড়া বাঁধিয়ে॥
"রাধা" পদ্ম মালাগলে, পীতবাস কোটী মূলে,
নয়ন যমুনা তীরে, গোপবালা কাঁদে বসিয়ে॥
অঙ্গরাগ "রাধা" লেখা, তার' পরে "রাধা" পাখা,
মৃদুল পবন ভরে, "রাধা" হাসি হাসিয়ে॥
দ্বিজ বলে "রাধা"-নাথ, এস হে মন বিজনে,
(আমি) দু' জনেরে করি বশ, রাধা নামের বাঁশী শুনায়ে॥

উক্ত চিকিৎসককে আনিতে হইলে যৌগিক ব্যাপারে প্রবেশ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পাতঞ্জল-দর্শনের বিভূতি-পদটা পাঠ করিলে উক্ত জ্বরের উপশমের কারণ অনেকটা স্থিরীকৃত হইবে।

উপরোক্ত চিকিৎসক ভগবান ছাড়া অপর কেহই নহেন। তাঁহার অবস্থাই বা কিরূপ? তিনিও মদনের বাণে আক্রান্ত, প্রেমের বিরহ-জ্বরে জর্জ্জরিত হইয়া রাধার অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়া যমুনার তীরে বিশ্রাম লইতেন। উক্তস্থানে রাধাবিরহে প্রপীড়িত হইয়া ক্রন্দন করিতেন। অমর বঙ্কিমের সুরে ভক্ত ভগবানের বিরহ বেদনায় প্রপীড়িত হইয়া মানময়ী মূর্ত্তিমতী ভক্তি—রাধাকে বলিতে অবসর পাইলেন ঃ—

রাগিণী জয়জয়ন্তি—তাল ঢিমেতেতালা।

মথুরা বাসিনী, মধুর হাসিনী,
শ্যাম বিলাসিনী রে!
কহলো নাগরী, গেহ পরিহরি,
কাহে বিবাসিনী রে!
বৃন্দাবন ধন, গোপিনী মোহন,
কাহে তু বৈরাগী রে!
দেশ দেশ পর সো শ্যাম সুন্দর,
ফিরে তুয়া লাগি রে!

বিকচ নলিনে, যমুনা পুলিনে,
বহুত পিযাসা রে।
চন্দ্রমা শালিনি, যা মধুযামিনী.
না মিটল আশা রে।
সা নিশা সমরি, কহলো সুন্দরি,
কাঁহা মিলে দেখা রে॥
শুনি যাওয়ে চলি, বাজয়ি মুরলী,
বনে বনে একা রে।

তৎপরে ব্রজবালিকাদের মধ্যে রাধাকে দেখিয়া আত্মহারা হইতেন। এখানেই প্রকৃতি পুরুষের সঙ্গম হইত—রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন হইত—দুটী প্রাণ এক হইয়া অনন্ত জ্যোতিঃ বিস্ফারিতা করিত ও কি অপূর্ব্ব যোগ সংঘটিত হইত!

সলোমনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রেমের দেবতাকে Divine Lover) স্যারোনের গোলাপ (rose of Sharon) বলিয়া কথিত আছে। সেইরূপ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ আমাদের "পদ্মলোচন" নামে খ্যাত। ৪র্থ গীতে সলোমন (Solomon) বলেন ঠাকুর আমাদের প্রেমের

অরে পীড়িত (Love-sick) জয়দেবও ঐ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহুদী ধর্ম্মোপদেশক এই বাক্যের দ্বারায় "to feast Him under the banner of Love," হিন্দু ভক্ত "প্রীতি-ভোজন" এই শব্দ দ্বারা ভগবৎ বিহার ও ভোজন ব্যবহার করিয়াছেন। বৈষ্ণবদেরও অবিকল ঐরূপ ভাব দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবেরা উক্ত ব্যাপারকে নিকুঞ্জবনের "কুঞ্জভঙ্গ" বলিয়া থাকেন। ৮ম গীতে সলোমন্ (Solomon) গাহিতেছেন—

"The voice of my beloved behold ! he cometh leaping upon the mountains, skipping upon the hills."

প্যালেস্টাইন (Palestine) পার্ব্বতীয় প্রদেশ, সেজন্য পাশ্চাত্য কৃষ্ণ যীশুখ্রীষ্টের পর্ব্বতে ভ্রমণ (skipping upon the hills) বেশ শোভা পাইয়াছে, কিন্তু প্রতীচ্য কৃষ্ণের পক্ষে এটি খাটে না, কারণ বৃন্দাবনে পর্ব্বতাদি নাই। তবে তিনি বৃন্দাবনে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া রাধার নিকট উপস্থিত হন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পুনরায় সলোমন্ (Solomon) বলিতেছেন :—

Rise up, my love, fair one, and come away. For, lo !

the winter is past, the rain is over and gone; the flowers appear on the Earth, the time of singing of birds is come. and the voice of the turtle is heard in our land, the fig tree putteth forth her green figs, and the vines with the tender grape give a good smell. v. 10, 13. Sol.

জয়দেবে উহার অনুরূপ ভাব দৃষ্ট হয় :—

> 'ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।
> মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে ॥
> বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে নৃত্যতি।
> যুবতী জনেন সমং সখি বিরহি জনস্য দুরন্তে ॥"

১৬শ গীতে সলোমন্ (Solomon) বলেন :—

"My beloved is mine and I am His."

পুরাতন বৈষ্ণব গীতে আছে :—

> "সে আমার, আমি তার, আছি তারে লয়ে।"

অবিকল উক্ত ভাব ব্রাহ্মদের একটি গীতে দৃষ্ট হয় ;—

> 'সম্বন্ধে যে হও তুমি, জনক কিম্বা জননী
> যে হও সে হও তুমি—আমি তোমার তুমি আমার।"

এক্ষণে শেষ আমরা Solomonএর ৩য় অধ্যায় আলোচনা করিব। এখানে দুই কবি বেশ এক সুরে গাহিতেছেন।—

"By night on my bed I sought him, whom my soul loveth ; I sought him but I found him not.," V. I. Sol.

এই পংক্তিটি জয়দেবের "বাসক-সজ্জাসর্গ" স্মৃতিপথে আনিতেছে। যেখানে বর্ণিত আছে যে রাধা পুষ্পশয্যা প্রস্তুত করিতেছেন, যেখানে শায়িত হইয়া কৃষ্ণের উদ্দেশে অপেক্ষা করিবেন। ২য় গীতে ভগবান তাঁহার ভালবাসার লোক অন্বেষণ করিতেছেন এবং এইটী জয়দেবের "অভিসার সর্গে" দৃষ্ট হয়। ৩য় গীতে সলোমন্ বলেন :—

"The watchmen that go about the city found me, to whom I said 'Saw ye him whom my Soul loveth!' ?

শ্রীমদ্ভাগবতের ৩১শ অধ্যায়ে ১০ম স্কন্ধে উহার অনুরূপ ভাব স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে।

বাইবেলের প্রকৃতি পুরুষ ও আমাদের রাধাকৃষ্ণ যে অবিকল এক সুরে তন্ত্রিত, এ বিষয় লইয়া আমরা এতাবৎকাল ব্যস্ত

ছিলাম; এক্ষণে উক্ত পুরুষ ও প্রকৃতির পরস্পরের প্রকৃতি সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলা একান্ত প্রয়োজন। এই যে পুরুষ প্রকৃতি এ দুটী সেই নিত্য নিরঞ্জন পরমব্রহ্ম কোন অনাদি এক অনন্তপুরুষের বিকার (Metamorphosis) মাত্র। প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতি পুরুষ সূক্ষ্মজ্ঞানে দেখিতে গেলে, ভিন্ন ভিন্ন আধার নহে—একাধারপ্রযুক্ত। মনুষ্যের মন যতক্ষণ অজ্ঞানান্ধকারে পরিপূর্ণ থাকে, ততক্ষণ এই ভেদজ্ঞানও থাকে। যতক্ষণ না ভগবৎ প্রেমে মন মুগ্ধ হয় ততক্ষণ, "বাপ্," "মা," ইত্যাকার ভেদজ্ঞান আইসে; পরে যোগাভ্যাসের দ্বারায় প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপন হইলে, "বাপ্ও" যে, "মাও" সেই এইরূপ জ্ঞান লাভ হয়। অবশ্য এইটী বুঝিতে হইবে যে এই "বাপ্" "মা', ভেদজ্ঞান পরিশেষে দুজনের একত্ব ভাবের আদি লক্ষণ সন্দেহ নাই। ইত্যাকার "বাপ্" "মা" বা "প্রকৃতি" "পুরুষ" নিবন্ধন ভেদজ্ঞান মনুষ্যের অন্ধাবস্থায় সাহায্য করিবার জন্যই ভগবান তাঁহাদের প্রাণে অজ্ঞাতসারে নিহিত করিয়াছেন। পরে দিব্য-জ্ঞান লাভের দ্বারা যখন উক্ত মন প্রাণ তুরীয়াবস্থাগত হয়, তখন

আধ্যাত্মিক অর্থ সহজেই উপলব্ধি করা যায়, অতএব সে অবস্থায় আর "তুই" একথায় সার্থকতা থাকে না—তুই এক হইয়া যায়—রূপ জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া অনন্তকোটীমণির জ্যোতি বিস্ফারিত করে ও পুনরায় সেই অনন্ত অনাদি পরমব্রহ্মের অনুসন্ধান পাওয়া যায়! এই মিলনকে যোগীরা "যুগল-মিলন" নামে অভিহিত করিয়াছেন ও এই জ্ঞানে একটী গীত আমরা গাহিয়াছিলাম :—

কীর্ত্তনাঙ্গ—তাল ঝাঁপতাল।

আমরি আমরি কিবা হেরিনু রূপ নয়নে।
নয়নে নয়নে কিবা রে রঙ্গ দেখে বাঁচিনে॥
প্রেম সরোবরে যেন রাই কমল কোমল আসনে,
বসেছে শ্যাম ভৃঙ্গ আজি মজিয়ে সে প্রেম মধুপানে,
(ওরে) দেখে শুনে মনে মনে প্রকৃতি হাসে গোপনে॥
শিরে শিখি পাখা চূড়া,
চলে কেন পীত ধড়া,
হেলে কেন মোহন চূড়া "জয় রাধা" "জয় রাধা" স্বনে :—

সা রে গা মা পা ধা তুলি বাঁশী কেন বলিছে,
"জয় রাধা" "জয় রাধা" রবে পরাণ যে গো গলিছে ;
(জয় রাধা জয় রাধা রবে পাষাণ যে গো কাঁদিছে,)
একি প্রেম করিছে কালা প্রেমের যুগল মিলনে ॥
চরনে নূপুর ধ্বনি,
বাজিছে ঐ কিঙ্কিণী,
আহা কিবা রাধালতা সোহাগে শ্যাম তরু জড়ায়েছে :—
দ্বিজবর বলে মন কর হৃদয় কানন
প্রেম-নিধুবন হলে গুপ্ত-বৃন্দাবন,
তাহলে যুগল-মিলন হেরিবে যে নিশি দিনে ॥

কোন কোন তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নিরূপণ করেন যে "প্রকৃতি-পুরুষ অবলম্বনে ব্রহ্মদর্শন" একপ্রকার 'ক্রমশঃ দূরগামী' ও 'এক-বিন্দু অনুসরণকারী'—বলিলে অত্যুক্তি হয় না, উহাকে ইংরাজীতে "Diverging and Converging ways of the knowledge of Spiritual Light" বলা হয়। এ কথার সার্থকতা এই যে পুরুষ প্রকৃতি সেই অনাদি পরম ব্রহ্ম হইতে জ্যোতির্ময়াধারে বিস্ফারিত হয়, আবার মনুষ্য উক্ত 'জ্যোতিঃযুগল' অব-

লয়নে সেই অনন্ত পূর্ণ ব্রহ্মে ধাবিত হয়? ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে আধ্যাত্মিক জগতে প্রকৃতি-পুরুষই এক—একজন আর একজনের কার্য্য করিতে পারে—অর্থাৎ পুরুষ কখন কখন প্রকৃতি হন ও প্রকৃতি, পুরুষ হন। মানবগণ যাঁহাকেই যোগানুসন্ধানে ধ্যান করুন্ না কেন, অবশেষে সমফল-গামী হন। সেই জন্যই সাধুরা আরাধ্য দেবতাকে কখন কখন পুরুষ ও কখন কখন প্রকৃতি আকার লইতে ধ্যানে যোগে দেখিতে পান। তাঁহাদের নিকট ভেদজ্ঞান নাই, তাঁহারা জানেন যে দেবতাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ সেই এক জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের রূপ। ভক্তপ্রবর প্যারীচরণ কবিরত্ন গাহিয়াছেন :—

"একস্বর্ণে অলঙ্কার গঠন বিবিধাকার,
বাউটী বালা কণ্ঠমালা ঝুম্‌কো সিঁতী চন্দ্রহার,
আকার প্রকার ভেদে নানারূপ নাম তার,
একত্রে সব গলিয়ে দেখ পুনর্ব্বার স্বর্ণ হবে।"

প্রকৃতি, পুরুষের ভাব অবলম্বন করেন ও পুরুষ ও প্রকৃতিগত হন, তাহার কারণ সেই নিত্য নিরঞ্জন সাধুকে

বিকারগ্রস্ত হইয়া পরীক্ষা করেন, কিন্তু প্রকৃত সাধুর ভেদজ্ঞান আইসেনা। শ্রীরামপ্রসাদ সেই জন্যই এই গীতটী গাহিয়াছিলেন :—

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

'নটবর বেশে বৃন্দাবনে, কালী হলে মা রাসবিহারী।
পৃথক প্রণব নানা লীলা তব, একথা বুঝিতে বিষম ভারি॥'
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ, আপনি নারী—
ছিল বিবসন কটি, এবে পীতধটি, এলোচুল চূড়া বংশীধারী॥
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছ ত্রিপুরারী—
এবে নিজে কাল, তনু রেখা ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি'॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস, এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী—
আগে শোনিত-সাগরে নেচেছিলে শ্যামা, এবে প্রিয় তব যমুনা-বারি॥
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননী মনে বিচারি—
মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামা তনু, একই সকল বুঝিতে নারি॥"

শক্তি-উপাসক কমলাকান্তও অনুরূপ ভাবে চালিত হইয়া ভেদজ্ঞান হারাইয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিম্নলিখিত গীতটীতে মনের অভেদজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন :—

রাগিণী রামকেলি—তাল একতালা।

"জাননারে মন, পরম কারণ, শ্যামা কভু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ, কখনও কখনও পুরুষ হয়।
কভু বাঁধে ধড়া, কভু বাঁধে চুড়া, ময়ূর পুচ্ছ শোভিত তায়।
কখন পার্ব্বতী, কখন শ্রীমতী, কখনও রামের জানকী হয়॥
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি, দানবচয়ে কর সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী, ব্রজবাসীর মন হরিয়ে লয়॥
অযোধ্যাতে হন তিনি শ্রীরঘুরাম, মথুরাতে হন তিনি নবঘনশ্যাম,
কামিখ্যাতে হন তিনি পুষ্পধনুকাম, কভু কৈলাসেতে শিব হয়।
বৃন্দাবনে হন তিনি বনমালী, আয়ানের ঘরে হন কৃষ্ণ কালী,
নদীয়াতে আসি হরি হরি বলি, গৌরাঙ্গ নামেতে বিখ্যাত হয়॥
কখনও পুরুষ, কখনও প্রকৃতি, কখনও প্রকৃতি, কখন পুরুষব্রতী,
অপূর্ব্ব তাঁহার ঐশিক রীতি, মানবের বুঝা সহজ নয়॥
কখনও বৈষ্ণব, কখনও শাক্ত, কখনও সৌর, কখনও গাণপত্য,
কে বুঝিবে তাহার মহত্ব তত্ব, মুর্খেতে কেবল প্রভেদ কয়॥
যেরূপে যে জন, করয়ে ভজন, সেইরূপে তাহার মানসে রয়।
কমলাকান্তের হৃদি সরোবরে, কমল মাঝে হয় কমল উদয়॥"

অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে অভেদ জ্ঞানই সাধন-মার্গের আদি লক্ষণ ও উপায়। ভেদজ্ঞান যাইলে প্রকৃতি পুরুষ এক হইবে ও সাধু ব্রহ্মরূপ দর্শন পাইবে। ভেদ জ্ঞান থাকিলে দুই ধারই নষ্ট হয়। যেমন কবিরত্ন বলিতেছেন :—

"যেমন ভারীর ভার দুই দিকে সমভার,
একদিক ভাঙ্গে যদি দুই দিক যায় তার,
প্যারী বলে কালী-কৃষ্ণ অভেদ অন্তরে যার,
সেজন সাধক সাধু মরণে মঙ্গল লভে ॥"

প্রকৃতি আবার পুরুষের নিকট হইতে কোথায় বিভিন্নতা লাভ করে—দুইটীই এক—একই দুইটী—এক বই দুই নহে। মহাত্মা ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় উভয়ের একত্ব মিলন কি অপূর্ব্বভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, সেটী উদ্ধৃত না করিয়া থাকা গেল না :—"জলপূর্ণ সহস্র সহস্র ঘটে সহস্র সহস্র সূর্য্য পরিগণিত হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সূর্য্য কয়টী? ঘটের বিনাশ হইলে, আকাশের সেই এক সূর্য্য একই আকাশে বিরাজিত দেখিতে পাই। মায়িক জ্ঞানের অপনোদন হইলে শাক্ত ও বৈষ্ণবকে

একই ভাবে দেখিতে পাইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখ, তুমি একই পুরুষ, কিন্তু তোমার পুত্র তোমাকে পিতা, তোমার জামাতা তোমাকে শ্বশুর, তোমার ভৃত্য তোমাকে প্রভু, তোমার শিষ্য তোমাকে গুরু, তোমার ছাত্র তোমাকে শিক্ষক এবং তোমার ভ্রাতা তোমাকে দাদা বলিয়া ডাকে, কিন্তু তুমি কয়জন? তুমি একা হইয়াও সম্পর্কভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট বহু উপাধিতে আখ্যাত। অখিল বিশ্বের অধিপতি ও নিয়ন্তা সেই পরমারাধ্য পরমেশ্বর এক, কিন্তু ভক্তের ভাব ও ভক্তি অনুসারে তিনি অসংখ্য আখ্যায় অভিহিত। শ্রুতিতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন "একোঽহং" অর্থাৎ অহম্ এক অর্থাৎ আমি (ঈশ্বর) এক কিন্তু ভক্তের হৃদয়গত ভাব অনুসারে আমি নানা উপাধিতে খ্যাত। ভয়ে বিপদে শোকে কাতর হইয়া যখন ভগবানকে ভক্ত ডাকে তখন ভক্তবৎসল ভগবান "অভয়া" রূপে দর্শন দেন; জ্ঞান-বিহীন পুরুষ জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী হইয়া জ্ঞানং দেহি বলিয়া যখন ভক্তি ভরে ডাকে তখন ভগবান সেই ভক্তের নিকটে সরস্বতী বা বীণাপাণি রূপে দর্শন দেন; যখন দারিদ্র্যদুঃখে অবশ হইয়া

ধনং দেহি বলিয়া ভক্ত সকাম প্রার্থনায় অনুরক্ত হয়, তখন ভগবান তাহার নিকটে লক্ষ্মী নারায়ণী হয়েন, এইরূপে কল্প-পাদপ স্বরূপ ভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দর্শন দিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিসংজ্ঞিত হয়েন। বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় নাম "ভাবগ্রাহী," সেই ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন ভাব ও ভক্তির বিচারক; ব্যাকরণ বা বিদ্যাবত্তার বিচারক নহেন। ভক্ত যে ভাবে ও যে নামে ডাকে ভাবগ্রাহী ও ভক্তবৎসল ভগবান সেই ভাবেই তাহা শ্রবণ করেন। সেই একই ভগবান—সেই একোঽহং পরব্রহ্ম—কংশ জরাসন্ধের বিনাশ জন্য শ্রীকৃষ্ণ, রাবণ বিনাশ জন্য শ্রীরাম-চন্দ্র, বলির পরীক্ষা জন্য বামনাবতার, হরিনাম বিলাইয়া জীবোদ্ধারের জন্য শ্রীগৌরচন্দ্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়েন। বস্তুতঃ যে যেভাবেই ডাকুক না, ভক্তবৎসল ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন ভক্তের সেই প্রকারেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ভাগবান শ্রীরামচন্দ্রকে ভক্ত হনুমান প্রভু ভাবে বিভীষণ সখাভাবে, রাবণ শত্রুভাবে, অহল্যা প্রাণ-

দায়ক ভাবে, সীতা স্বামী ভাবে, লক্ষ্মণ ভ্রাতৃভাবে, কৌশল্যা পুত্রভাবে, বশিষ্ট শিষ্য ভাবে, তুলসীদাস পরমেশ্বর ভাবে, গুহক অভিন্নহৃদয় ভাবে এবং অযোধ্যাবাসীরা রাজা ভাবে ভজনা করিয়াছিল, ইহারা সকলেই সেই অব্যয় ব্রহ্ম (শ্রীরাম) পদ প্রাপ্ত হইয়া অক্ষয় অক্ষরানন্দ ভোগ করিয়াছেন। তাহাতেই বলিতেছি, শক্তিপূজায় শাক্তের এবং বিষ্ণু পূজায় বৈষ্ণবের উভয়েরই মুক্তি। ভগবান দেশ কাল পাত্রের বশবর্ত্তী নহেন, তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

সেই একই ভগবান কখনও শক্তি রূপে, কখনও ভক্তিরূপে কখনও যোগীন্দ্র রূপে, কখনও মুনীন্দ্র রূপে, কখনও শিব রূপে, কখনও বিষ্ণু রূপে আবির্ভূত হয়েন। ভগবানের অপার লীলা কে বুঝিতে পারে? একজন তত্ত্বদর্শী অতি সুন্দরভাবে

লিখিয়াছেন "Who can penetrate into God's mind ? He fulfils his mysterious ways in mysterious ways." অজ্ঞানী সে কথা জানেনা, তাহারা ভগবানের অজরত্ব, অমরত্ব, অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব বুঝে না। অর্জ্জুনকে যোগ শিক্ষা দিবার সময়ে, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন "হে অর্জ্জুন ! আমি যে যোগবিদ্যা তোমাকে শিক্ষা দিলাম, অনেক বৎসর পূর্ব্বে তাহা সূর্য্যকে শিক্ষা দিয়াছিলাম।" অর্জ্জুন বলিবেন "সে কি কথা প্রভো ! সূর্য্য-দেবের জন্ম আপনার অনেক পূর্ব্বে হইয়াছিল, আপনি সূর্য্য-দেবকে কেমনে যোগশিক্ষা দিলেন ?" ভগবান বলিলেন—

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥"

ভগবান আরও বলিতেছেন "যে অবিবেকী ব্যক্তি আমাকে কেবল বসুদেব পুত্র বলিয়াই জানে এবং কেবল ত্রেতা যুগেরই সমসাময়িক বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়ায় সে ব্যক্তি মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না।" তিনি আরও বলিতেছেন (গীতা। ১৩ অ। ২২ শ্লোক)

"আমিই ভক্তের ভাবানুসারে পরমপুরুষ,* উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর, পরমাত্মা প্রভৃতি নামে অভিহিত হই।" বস্তুতঃ বেদে যিনি প্রণব, উপনিষদে যিনি ব্রহ্ম, বেদান্তে যিনি পুরুষ, ভাগবতে যিনি বিষ্ণু, দর্শনে যিনি প্রকৃতি, ন্যায়ে যিনি ঈশ্বর, গীতায় যিনি ভগবান, তন্ত্রে যিনি শিব, পুরাণে যিনি আদ্যাশক্তি, ছন্দে যিনি বিরিঞ্চি, কাব্যে যিনি শব্দ, বিজ্ঞানে যিনি কারণ, বৈষ্ণবগ্রন্থে যিনি হরি, সেই একই ভগবান্ কখনও নর, কখনও বা নারী, কখনও পুরুষ, কখনও বা প্রকৃতি, কখনও শ্যাম, কখনও বা গৌররূপে আবির্ভূত! সেই অনধিগম্য অচিন্তনীয় ভগবানের অতুল লীলা কে বুঝিবে? তিনি শাক্তও বটেন আবার তিনি বৈষ্ণবও বটেন; তিনি কৃষ্ণও বটেন আবার তিনি কালীও বটেন। আয়াণ ঘোষের ঘরে কৃষ্ণ, কালীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ইহা কি জাননা? তবে কালী ও কৃষ্ণকে কেমন করিয়া ভিন্ন জ্ঞান কর? তবে শাক্ত ও বৈষ্ণবকে ভেদ জ্ঞানে (ভেদ চক্ষে) কেমন করিয়া দেখ? দেখিতেছনা, যে পতিতপাবনী গঙ্গা শাক্তের তীর্থ কালীতলা

বাহিনী, সেই গঙ্গাই আবার বৈষ্ণবের তীর্থ নবদ্বীপের নীচে প্রবাহিতা। দেখিতেছ না, সেই একই গঙ্গা কালীঘাটে ও ও বিন্ধ্যবাসিনীতে এবং সেই গঙ্গাই আবার শান্তিপুর, কালনা এবং কাটোয়ায়!! যে যমুনা নদী শ্যাম সলিল বক্ষে লইয়া বৈষ্ণবের মথুরা ও বৃন্দাবনের নীচে তালে তালে নাচিতেছে, সেই যমুনাই আবার শাক্তপ্রধান দিল্লী, আগ্রা ও এটোয়ায় বিরাজিত! তবে ভেদজ্ঞান কোথায়? রামায়ণে যিনি রাম, ভাগবতে তিনিই শ্যাম; মথুরায় যিনি কৃষ্ণ, আয়াণের ঘরে তিনিই কালী! সেই মধুর মধুর মধুর "কৃষ্ণকালী" নামের মাহাত্ম্য যদি বুঝিতে পার সেই সুন্দর সুন্দর সুন্দর "কালীকৃষ্ণ" রূপের সৌন্দর্য্য দেখিয়া যদি রূপসাগরে ডুবিতে পার, তাহা হইলে তুমি সত্যই জীবন্মুক্ত পুরুষ; যদি এই মূর্ত্তি মধুরতা বুঝিয়া থাক, আইস, তোমায় পবিত্র পদে আমি ভক্তিভরে প্রণাম করি।

"হৃদয় কুঞ্জরে, কে বিহরে, কালোকামিনী।
রূপেতে জগৎ আলো, যেন মেঘের কোলে সৌদামিনী।

ঐ রূপ-সাগরে ডুব্‌লে পরে (দেখ্‌বে) কমল মাঝে কমলিনী।
হৃদয় কুঞ্জরে, কে বিহরে, কালোকামিনী॥"

শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয়েই পরস্পরের জাতিভেদ ও আচার লইয়া নিন্দা করে, কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বলিতে হইলে উভয়েরই আচার বা জাতি নাই। বৈষ্ণবতীর্থ জগন্নাথে (শ্রীক্ষেত্রে) জাতি বা আচার কোথায়? যবন হরিদাস, চণ্ডাল গুহক, পতিত জগাই মাধাই এবং মদ্যপায়ী মাংসাশী বহুতর সন্ন্যাসী কি বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণব হয় নাই? এখনও কি হইতেছে না? প্রকৃত বৈষ্ণবের জাতি কোথায়? এখনও মুর্গী-মারা, হোটেলে খাওয়া বৈষ্ণবত্বের অভাব নাই! আর "ভৈরবীচক্রে" বসিলে শাক্তের জাতিভেদ বা আচার কোথায় থাকে? তাহাতেই বলিতেছি, উভয়েই অন্ধ, উভয়েই ভ্রান্ত!

হে বিশ্বাসী বৈষ্ণব! তুমি কি বুঝিতে পার নাই যে. তোমার শ্রীমতী মানময়ী রাধিকা "হ্লাদিনী শক্তি" রূপিণী! আর হে তার্কিক তান্ত্রিক বা শক্তিমান্ শাক্ত! তুমি কি এখনও বুঝিতে পার নাই যে, তোমার মহিষাসুরমর্দ্দিনী শ্রীমতী দুর্গা

বা কালী পরমা বৈষ্ণবী !! বাঙ্গালী বৈষ্ণবের আরাধ্য শ্রীচৈতন্য আর বাঙ্গালী শাক্তের আরাধ্য "শক্তি"; কিন্তু হে শাক্ত ও বৈষ্ণবমণ্ডলী! আপনারা কি জানেন না, শক্তি না হইলে চৈতন্য নাই এবং চৈতন্য না হইলে শক্তি নাই !! সুতরাং কৃষ্ণ ও কালীকে কেমনে বিচ্ছিন্ন করিবে? সুতরাং বৈষ্ণবত্বে ও শাক্তত্বে কেমনে ভেদজ্ঞানে বিচার করিতে আকাঙ্খা কর? গোবিন্দ অধিকারী বলিয়াছেন—

"শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদন মোহন,
সারি বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ,
ন'ইলে শুধুই মদন।"

এখন বুঝিলে কি, বামে শক্তিরূপিণী রাধা না থাকিলে কৃষ্ণ আর "মদনমোহন" নামে আখ্যাত হইতে পারেন না, তাহা হইলে তিনি (রাধা বিহনে) "শুধুই মদন"।

"শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল,
সারি বলে আমার রাধার তাহে শক্তি সঞ্চার ছিল;
ন'ইলে পার্ব্বে কেন?

দেখিলে, রাধা কেমন শক্তিরূপিণী !! বৈষ্ণবচূড়ামণি গোবিন্দ অধিকারী আরও বলিতেছেন—

"শুক বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা,
সারি বলে আমার রাধার নামটি তাহে লেখা;
ন'ইলে সাজ্‌বে কেন?"

আহা কি মধুর! কি সুন্দর! কি অপূর্ব্ব যুগল মিলন! কি অপূর্ব্ব পুরুষ প্রকৃতির—কি অপূর্ব্ব শাক্ত ও বৈষ্ণবের—মহাসুন্দর মিলন! হে দ্বন্দ্বকারী ভাই! এখন বুঝিলে কি—

"প্রেম মাখা অপঘন, অপঘন প্রেম।
রাধা নহে শুধু রাধা, সুধা ভরা হেম॥"

হে নির্ব্বোধ! তুমি রাধা ছাড়িয়া কেমনে কৃষ্ণ ভজিতে চাও? তুমি বিষ্ণুকে ছাড়িয়া শক্তিকে এবং শক্তিকে ছাড়িয়া বিষ্ণুকে কেমনে ভজিতে চাও?

হে শাক্ত ও হে বৈষ্ণব ভ্রাতৃবৃন্দ! এখন বুঝিতে পারিলে কি যে, তোমরা উভয়েই ভ্রান্তি সাগরে নিমগ্ন!! গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে যেমন পবিত্র প্রয়াগ তীর্থের উৎপত্তি, বরুণী ও অসী নদীর

সম্মিলনে যেমন বারাণসীর সৃষ্টি, কৃষ্ণা কাবেরীর মিলনে যেমন ভবানী তীর্থের উৎপত্তি, আইস, আজি শাক্ত ও বৈষ্ণবের মিলনে "কৃষ্ণকালী তীর্থের" সৃষ্টি করি। ইহারই নাম যুগলমিলন, ইহাই প্রকৃতির সহিত পুরুষের মিলন, ইহাই শ্রীমতীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন, ইহাই শিবকাঞ্চি ও বিষ্ণুকাঞ্চির মিলন, ইহাই জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন এবং ইহাই শাক্তের সহিত বৈষ্ণবের সম্মিলন। এই সম্মিলন কি সুখকর, কি সুন্দর, কি শাশ্বত, কি মধুর, কি মধুর !!"

আমরা কৃষ্ণপ্রেম লইয়া অনেক বাক্‌বিতণ্ডা করিলাম ও প্রকৃত প্রকৃতি পুরুষ কি তাহাও অল্প জ্ঞানে বলিতে ছাড়িলাম না। এক্ষণে উক্ত প্রেমটী কি ও কিরূপে লাভ করা যায় এ সম্বন্ধেও কিছু আবার পাগলের মত বকা যাকু। এই যে অপূর্ব্ব কৃষ্ণপ্রেমের কথা এতাবৎ কাল বলিতেছিলাম, সেইটীই পরিচালনার দ্বারায় জীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়, অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মনুষ্য জীব হইয়াও যে ক্রমোন্নতির দ্বারায় শিব হইবে, এই জন্যই অনাদি ব্রহ্ম জগৎ সৃজনের সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্ব

কৃষ্ণপ্রেম সৃজন করিয়াছেন। স্বীয় প্রেম-বিকাশ তাঁর সৃজিত জীবের হৃদয় কন্দরে স্থান পাইলে মনুষ্যত্ব নাশে শিবত্ব আসিবে এই বাসনায়, আদি প্রকৃতি পুরুষ "রাধা-কৃষ্ণ" নাম ধারণ পূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব ভগবৎ প্রেম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডময় শিক্ষা দিয়া প্রেমের লহর-মালা ক্রীড়া করাইয়াছেন। এই কারণে সেই প্রেম আজ অনন্তকাল ধরিয়া মানবগণ পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। জগৎপাতার কি অপূর্ব্ব কৌশল! এই অপূর্ব্ব ব্যাপার বুঝিতে হইলে উক্ত প্রেমে মুগ্ধ হইবার প্রয়োজন, নচেৎ এমনকি বিন্দু বিসর্গও বুঝা সুকঠিন হইয়া পড়ে। তিনি এক ব্রহ্ম, কিন্তু জগৎময় কেমন ভিন্ন ভিন্ন আধারে, প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন। আমাদের মধ্যে তিনি ভক্ত রাধাকে সঙ্গে লইয়া, খ্রীষ্টানদের মধ্যে যীশু নামে অভিহিত হইয়া, মুসলমানদের মধ্যে মহম্মদ নামে অভিহিত হইয়া, মানবদেহাকারে মর্ত্ত্যে আগমন করিয়াছিলেন। এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডময় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আধার প্রযুক্ত হইয়া বিশ্বপ্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন। যাঁহারা উক্ত প্রেমচালনা রক্ষা

করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে উক্ত প্রেমের ক্রম-বিকাশ (Evolution) হইতেছে ও তাঁহাদের মধ্যে যোগী, ঋষি, মহাত্মাগণের আবির্ভাব অধুনাতন দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্ম সঞ্চার হইতেছে। সেই "হরিবোল," "হরিবোল" আজও ভারতে হিন্দুর গৃহে গৃহে প্রতিধ্বনিত। সেই যে চৈতন্তরূপ ধরিয়া "হরিবোলের" পতাকা উড়াইয়া হরিপ্রেমে জগৎ মাতাইয়াছেন, অনন্ত কাল ধরিয়া প্রতিধ্বনিত সেই "হরিবোল" প্রেমের কর্ণে শুনিলে শুনা যাইবে ও মানবের মন প্রাণ সেই অনাদি ব্রহ্মে ধাবিত হইয়া মোক্ষপ্রার্থী হইবে সন্দেহ নাই। এই মধুর প্রাণ কাঁদান ধ্বনি যাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই ও প্রতিধ্বনিত হয় নাই, তাঁহার হৃদয় আবার হৃদয় কোথায়? তাঁহার আবার চঞ্চল পাষাণ-প্রতিমা ছাড়া মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিবার ক্ষমতা রহিল কই? যাঁহার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে নয়নে বারি আসিল না, তাঁহার অসার চক্ষু নিজে নিজেই বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলে ক্ষতি কি? কোন এক মহাত্মা বৈষ্ণব ভক্ত বলিয়াছেন:—

"কৃষ্ণ বলিতে যার নয়নে ঝরেনাক' বারি,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ রে মানব জনম তাহারি ॥"

এই কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে গেলে হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার চাই, নইলে প্রাণ কাঁদিবে কেন? নইলে পাষাণ হৃদয় গলিবে কেন? নইলে ধর্ম্ম করা হইবে কেন? প্রেমানুরাগশূন্য ধর্ম্মকরা অধর্ম্ম বই আর কি হইতে পারে? মূলভিত্তি হারা হইয়া অন্ধের ন্যায় হাঁচা করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু প্রকৃত যে মূলভিত্তি কি, তাহা বুঝিতেছি না। ভালবাসাই ধর্ম্মের মূল এই কথা সার বুঝিয়াছি ও গুরুদেব যাবজ্জীবন এই কথা স্মরণ রাখিতে বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে গুরুদেব আমায় যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, জগতেও যাহা বলিয়াছেন তাহাও বিস্তারিত পাঠকবর্গকে নির্ভয় চিত্তে আজ জানাইব। আমার জীবনের একমাত্র মঙ্গলকারী পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীগুরুদেব কতবার বলিয়াছেন "জগৎকে সর্ব্বপ্রথমে ভালবাসিতে শিখিবে, তাহা হইলে জগদীশ্বরকে ভাল বাসিতে পারিবে"। গুরুদেব বলিয়াছেন :—

একের প্রতি অপরের ঐকান্তিক অনুরাগই ভালবাসা।

আপনার প্রবৃত্তির প্রকৃত পরিতৃপ্তি যাহার দর্শন স্পর্শন বা আলা-পনে সংঘটিত হয়, সেই প্রাণের এক সুখী ভাবই অনুরাগ। আমরা সংসারের মলিনা প্রবৃত্তিপরিসেবিত পুরুষবর্গের সহবাসে তাহাদের স্বভাবানুরূপ সংস্কারের ভাবে যেরূপে শিক্ষিত হই, সেই শিক্ষার সংস্কারে প্রকৃত তত্ত্বের প্রকৃত অর্থ বা ভাব অনুভব করিতে না পারিয়া কেবলই স্বভাবভ্রষ্ট হইয়া অনেক স্বর্গীয় ভাবে নারকীয় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, এটা আমাদের নিজ স্বাভাবিক দূষণীয় অবস্থা নহে, ইহা আমাদের সামাজিক পূর্ব্ব কুসংস্কারের সংস্কার। আমাদের ধর্ম্ম বিভ্রাট কালের হিতাহিত বিবেচনাবিহীন সামাজিক অবস্থার বিষম বিপরীত ব্যবহার-প্রিয়তার সংস্কারে ভাষায় ভাব দুষ্টতা আসিয়া গিয়াছে। যদ্রূপ ভগবানের রাসলীলার পবিত্র আত্মরমণ লীলার চিত্র, এই কলিকালদূষিত অপবিত্র স্বভাবের সাধারণ সংস্কারে কুৎসিৎ অশ্লীল ভাব রসক্রিয়া বলিয়া অভিহিত হইতেছে, তদ্রূপ আমা-দের হৃদয়ের অতি পবিত্র উচ্চতম প্রবৃত্তির ঐকান্তিক অনুরাগের ভাব ও অসদাচারী কদাচারী লোকের স্বভাবের সহিত মিলিত;

হইয়া তাহার অনুরাগের অনুরূপ ভাবে ও ভাষায় ভাবদুষ্টতা আসিয়াছে, বস্তুত ভাব যাহা তাহার কিছুই অপলাপ হয় নাই, কেবল মাত্র ব্যবহারের তারতম্যে তাহার অর্থান্তর হইতেছে। একই কার্য্যে একই ভাবে সদ্ভাবসম্পন্ন সাধুর হৃদয়ে আনন্দের উৎসব উঠিতেছে এবং অসাধু স্বভাবের অপবিত্র আত্মায় বিপরীত ভাবে গৃহীত হইতেছে, ইহাতে একটু সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বুঝিতে পারি কেবল এই সংসারের প্রকৃতি অনুরূপে প্রবৃত্তির কার্য্যের তারতম্য ঘটিতেছে, ভাষা বা ভাবের তাহাতে তিল মাত্র অর্থ বিপর্য্যয় ঘটে নাই। শিক্ষা সঙ্গ ও ব্যবহারের যথাযথ ব্যবহারেই ভাষা ও ভাবের আদর বা উপেক্ষা হইয়া থাকে। এইটুকু আন্দোলন করিয়া বুঝা গেল আমরা যে ভাবের ভাবুক হইব, সেই ভাবেই ভাষা ভাবগ্রস্ত হইবে। আমাদের হৃদয় যে ভাবের সতত প্রয়াসী থাকিবে, সেই প্রয়াসানুরূপ ভাব অপরে প্রতিবিম্বিত হইবে, আমার প্রাণের আবেগ যে গতি অবলম্বন করিবে অপরে বা বাহিরের বস্তুতে তাহারই ভাব অনুরূপ শক্তির বিকাশ দেখিবে এবং সেই প্রাণের লুকান

ভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ তাহার স্বচ্ছাংশে (চক্ষে) খেলিতে থাকিবে, সেই খেলায় খেলুড়ে তাহাতেই মিশিয়া যায়, সেই মিশ্রণই "অনুরাগ," সেই অনুরাগে উভয়ে উভয়ের জন্য লালায়িত-ভাবে একাঙ্গীভূত হওয়ার ইচ্ছাই ভালবাসা। যাহার যাহাতে তৃপ্তি হয়, সেই তৃপ্তিকর পদার্থের একমুখী আবেগেই তাহার তাহা লাভ হইয়া থাকে। সংসার সুখপ্রয়াসী সংসারের অবস্থায় আবদ্ধ এবং সাংসারিক চিত্রই তাহার হৃদয়ের সমস্ত স্থল পরিপূর্ণ রূপে সমাবিষ্ট হইয়া যাওয়ায় সংসারই তাহার প্রিয় হইয়া উঠে; সুতরাং সংসার সার বিশ্বাসীর বিশ্বস্থ বস্তুর রূপগুণ ঐশ্বর্য্যই একমাত্র চিন্তনীয় ও প্রাপণীয় হওয়ায় তাহার হৃদয়ের ভাবানু-রূপ ভাব যাহাতে যথায় সমবেশ দেখে, তাহারই জন্য তাহার কেমন এক অন্তরের উন্মনা অবস্থা হয়, এই উন্মনাভাবের ভাবই ভালবাসা, এ ভালবাসায় যে সুখ শান্তি তাহা নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তনশীল, কেন না, জগৎ সততই কাল চক্রের মধ্যবর্ত্তী, কালচক্রের নিয়ত পরিবর্ত্তমান অবস্থায় তাহার ভাবগত ভাল-বাসার বস্তুর ও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তিত

বস্তুর বিকারগত অবস্থায়ও যাহার ভালবাসার ব্যত্যয় সংঘটিত হয় না, তাহার ভালবাসা সংসারের গণ্ডী ছাড়াইয়া সত্তায় পঁহুছিয়াছে, বুঝিতে হইবে। কেন না জাগতিক শক্তিতে যদি সে তাহার ভালবাসার বস্তুতে আকৃষ্ট হইত, তাহা হইলে তাহার ভালবাসার ভাবের বিকারে অন্যত্রে তাহার হৃদয়ানুরূপ ভাব দর্শন করিয়া তাহাতে সংযুক্ত হইয়া যাইত, অর্থাৎ রূপই যদি একজনের ভালবাসার বিষয় হয়, তবে যতদিন যথায় রূপের ছটা থাকিবে, ততদিন তথায় তাহার ভালবাসা আত্মহারা হইয়া অবস্থান করিবে এবং তদ্ভাবেই সেই ভালবাসাই অন্যত্রে গিয়া আপনাহারা হইবে, এইরূপ হৃদয়ের সদা বাহ্যানুরাগী সংস্কার শক্তির প্রভাবে যিনি মুগ্ধ, তিনিই যথার্থ সংসারশক্তি চালিত সংসারী, সংসারের সহিত তাঁহার হৃদয়ের সতত পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক, এই স্বভাব ভাবগ্রস্তের একটানা প্রাণের বেগ ভালবাসা বলিয়া গণ্য হইলেও ইহা সাংসারিক, স্বর্গীয় নহে। এতদ্রূপ প্রাণের সুখান্বেষী ভাবের ভাবুক সততই শান্তিশূন্য; কেন না, শান্তি মনোগত, বস্তুগত নহে।

সুতরাং বস্তুগত মনের ভালবাসার অতৃপ্তি স্বাভাবিক। বস্তুর রূপ গুণে প্রাণ স্বভাবতঃই মুগ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা কেবলই যদি স্বার্থ সুখভোগ স্পৃহা বৃত্তির ভালবাসা না হইয়া তাহা ভালবাসা বৃত্তির মানসিক তৃপ্তিপ্রয়াসী হয়, তাহা হইলে সেই ভালবাসার বস্তুর সাক্ষাৎ অভাবে তাহার হৃদয়ে কোনরূপ অতৃপ্তি আসিতে পারে না, কেন না তাহাতে পবিত্র মনের ঐকান্তিক সাত্বিকানুরাগ সত্তার সহিত তাহার আত্যন্তিক সংযোগ হওয়ায় বাহ্যিকের অভাবে অভাব অনুভবই হয় না, এতদ্রূপ সাত্বিক সংস্কারযুক্ত ভাবুকের ভালবাসা ভালবাসার বস্তুর সহিত জন্ম জন্মান্তর পর্য্যন্ত একত্রীভূত হইয়া থাকে, কুত্রাপি কোন দেহেই তাহার বিচ্ছেদ হয় না, কেন না ভাবানুরূপই সিদ্ধি স্বভাবসিদ্ধ, এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ শক্তি সংস্কারী ভাবুকের ঐকান্তিক প্রাণের একটানা অনুরাগই ভালবাসা, এবং তাহাই স্বর্গীয়, এই স্বর্গীয় ভালবাসাপ্রিয় ভাবুকের ভালবাসার বস্তুর অভাব অনুভব করিতে হয় না, এই ভাবের একমুখী স্রোতে যিনি গা ঢালিয়া সংসারে সন্তরণ দিতেছেন তিনিই ধন্য, তাঁহার

হৃদয় দৃঢ়, সর্ব্ব অবস্থায় তিনি নির্ভয়, তাঁহার ভালবাসার পবিত্র শক্তিতে সংসার স্বর্গ হইয়া দাঁড়ায়, তাঁহার হৃদয়ের আদরের পুত্তলির প্রেম চিরশান্তিপূর্ণ, ভোগ-সুখ-ভাব-বর্জ্জিত কেবলই আত্মানন্দময়, এইরূপ ভালবাসার মিলনকারী সংসার মধ্যে ও গণ্ডীস্থ সংস্কার বদ্ধ থাকিয়াও মুক্ত। তাঁহার সংসার—সাধনা ক্ষেত্র—যেমন সাধনার পর্য্যায় উন্নতিতে পূর্ব্ব সাধনা সংস্কার ছাড়িয়া যায়, তদ্রূপ স্বর্গীয় ভাববিশিষ্ট ভালবাসা—প্রাণের ভালবাসা—তাহারই সহিত সতত সংবদ্ধ থাকে, অথচ বাহ্যিক কর্ম্ম কারণের ভালবাসা পুনর্ব্বার জাগরূক হয় না, অর্থাৎ কর্ম্ম সাধনায় পারদর্শিতা লাভ করিলে জ্ঞানেই তাহার সকল কর্ম্মের সমাবেশ হইয়া যাওয়ার ন্যায় সংস্কার সাধনা কর্ম্ম কারণে সংসারী হইয়া সংসার নাশ হইলে তাহার আর সংসারানুরাগ জন্মে না, কেন না, তাহার সংসারানুরাগ কেবলই তাহার সংস্কার-নাশার্থ দ্বিতীয় সংস্কার ইচ্ছা উদয় হইবে কিরূপে! তাহার ভালবাসা যে একমুখী। এইরূপ একমুখী অন্তরের ভাবগ্রস্ত ভালবাসা বিকার বিহীন, সংসার অনন্তযুক্তি জ্ঞান দ্বারা তাহাকে

পশ্চাৎপদ করিতে পারে না, কথাটা উপমা দ্বারা এইরূপে বুঝিলেই হৃদয়গত হইবে। মনে কর একজন পিতা মাতার আজ্ঞাধীনতায় বিবাহ করিল, বিবাহকে সংস্কারের কার্য্য বলে; সংস্কারে সংবদ্ধ হইয়া দম্পতী উভয়ে উভয়ের প্রেমাবদ্ধ হইল, সংসারের লীলা যুগলে সদা পরিবর্ত্তনময়, কাল চক্রের গতিতে তাহার সেই প্রেমের আদরের আদরিণী অকালে পার্থিব লীলা শেষ করিল; এখন সংসার মায়াবদ্ধ, সংসারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ আবার মায়ার খাতিরে নানা যুক্তি লইয়া সেই স্বর্গীয় প্রেমিকের উপর আধিপত্য করিতে লাগিল, পুনর্ব্বার বিবাহার্থ ব্যস্ত, কিন্তু যুবক তাহার হৃদয়ের একমুখী ঐকান্তিক ভালবাসায় তাহার সহধর্ম্মিণীর সহিত সংবদ্ধ, কেমন করিয়া পিতা মাতার আজ্ঞায় একমত হইবে, পিতা মাতা শরীরের উৎপত্তিদাতা, শরীরের উপর তাঁহাদের অধিকার, শারীরিক কর্ম্মাজ্ঞাই অবনতমস্তকে প্রতিপালিত হইতে পারে—কিন্তু প্রাণ তাহার নিজ সত্তা; প্রাণের বেগেই সে প্রণয়িনীর প্রেমাবদ্ধ শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দ জন্য স্ত্রীর সহিত সম্মিলিত ছিল না, সুতরাং সাংসারিক শারীরিক শাসনে তাহার

প্রাণ সায় দেয় কিরূপে ? তাহার প্রেম তাহার আরাম, প্রাণের প্রাণের সহিতই তাহার লয় ও প্রাণে প্রাণেই তাহার আনন্দ, লৌকিকী শক্তিতে তাহার অন্য সত্তায় তাহার আনন্দ আসিবে কেন ? সে যে ভালবাসায়—স্বর্গীয় ভালবাসায় প্রাণারাম ভাবে সংবদ্ধ ছিল, সুতরাং দেহ আরামীর সংস্কার—শারীরিক সংযোগ সুখসংবাদে তাহাকে জ্ঞানভ্রষ্ট করিবে কিসে ? বাহিক যুগল ভাবের অভাবে আভ্যন্তরিক মিলনের বিচ্ছেদ হইবে কোথা হইতে ? আহা, সে রাম-সীতা সংযোগ, আজ ভগবান রামচন্দ্র যজ্ঞকর্ম্মে ব্রতী, যজ্ঞ যুগলে সংসাধন করিতে হয়, কিন্তু সীতা নির্ব্বাসিতা, রাম সীতা-গত প্রাণ, রামের বিবাহ প্রাণে প্রাণে দেহ মন প্রাণে সততই সীতানুবদ্ধ, সুতরাং রামের কর্ম্ম সেই চিন্ময়ী সীতার প্রতিরূপেই স্বর্ণসীতায় সমাধা হইল। ভগবান লীলার্থ সংসারে সংসার-সাধনায় কি অপূর্ব্ব আদর্শ রাখিয়া গেলেন ! সংসারী জীব ভালবাসায় একমুখী প্রেমের এই অপূর্ব্ব চিত্র দেখিয়াও ভালবাসার ধর্ম্ম বুঝিল না, প্রাণের আবেগে হৃদয়ের সরল বিশ্বাসের প্রেম সংসারের ঘোর বিষয়াসক্ত নারকীর

নিকট হতাদৃত হইল, ভালবাসা এই পাপী নারকী সংসারীর ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া ভাববিহীন হইয়াছে। আমি প্রথমে বলিয়াছিলাম ভালবাসা ঐকান্তিক একমুখী মিলনেচ্ছা, আজ জীব ভোগাসক্ত হইয়া ভালবাসার পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে বলিয়া উহা প্রেমিকের নিকট হতাদৃত হইবে কেন? সংসার সাত্বিক প্রেমবিহীন নহে, কালের মাহাত্ম্যে সাত্বিক প্রেমিকের লাঘব হইলেও, অভাব হইয়াছে বলিলে সৃষ্টি আদি কারণে অবিশ্বাস আসে। সৃষ্টি ত্রিগুণে, অতএব একের এককালীন লোপ সম্ভবে না, হৃদয়ের স্বচ্ছতার তারতম্যে ভগবানের ভাবের তারতম্য হইতেছে মাত্র, ভক্তের ভালবাসাই ধর্ম্ম, কেন না ধর্ম্ম ভগবানের নিজ শক্তি, ভগবান করুণাময় পতিতপাবন শক্তিতে আমাদের প্রতি ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখেন বলিয়াই আমাদের এই সংসারকারামুক্তির আশা হইয়া থাকে, নতুবা কখনই দেহধারী জীবে ভগবানের জন্য লালায়িত সংস্কার আসিত না, একের প্রতি অপরের অনুরাগের নামই যদি ভালবাসা হয়, তাহাতে বুঝিতে হইবে ভগবানের স্বাভাবিক ধর্ম্মই ভালবাসা, তিনি

স্বভাবতঃই পাপী সংসারীকে ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখেন বলিয়াই আজ জীব শরীরে শিবভাবে সংবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, তিনি চিন্ময় পবিত্র পুরুষ তাঁহার প্রেমে ব্যভিচার নাই, আমরা পাপী, প্রেমের পবিত্র মর্ম্ম বুঝি না, তাই আমরা প্রকৃতিরূপিণী জীব স্ত্রী সেই পরম পুরুষ স্বামীর প্রেম উপেক্ষা করিয়া অন্যে আসক্ত হইয়া ব্যভিচারী—ভ্রষ্ট হইয়াছি, আহা! অনুরাগের কি অভাবনীয় একমুখী উন্মাদকরী ভাব, আমরা সহস্র অপরাধে অপরাধী হইয়াও তাঁহার প্রেম দৃষ্টি চ্যুত হই নাই, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য-দোষে প্রবৃত্তির প্রহেলিকায় পড়িয়া তাঁহার প্রেমের আলিঙ্গন অবজ্ঞা করিয়া বাহিরের ব্যাপারে আনন্দ জন্য স্বামী-সোহাগিনী হইতে পারিলাম না, কেন না আমাদের ভালবাসা অধর্ম্ম ধর্ম্মানু-গত ভালবাসায় আমাদের রুচি রতি আসিল না, ভালবাসার যথার্থ একমুখী ভাব বিস্মৃত হইয়াছি, নানা প্রকৃতিতে প্রবৃত্তি চালিত করিয়া ভালবাসার স্বর্গীয় ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছি, আমাদের ভালবাসা অধর্ম্ম কেন না সংসারের ময়লা মাটিতেই সম্পূর্ণ রূপে সবদ্ধ।

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে "ভালবাসাই ধর্ম্ম" বুঝিতে পারি কিরূপে? সংসারের গণ্ডীতে রুদ্ধ থাকিয়া ভালবাসার ব্যবহার যদি বিকৃত হইয়া থাকে, তবে তাহার স্বরূপ ভাব রক্ষা করিয়া "ভালবাসাই একমাত্র ধর্ম্ম," ভালবাসা-প্রাণেই তাহার কিরূপে বিকাশ হয় তাহাই আলোচ্য।

ভালবাসাই ধর্ম্ম। এই পরিদৃশ্যমান সংসারের সকল কার্য্য কারণ শক্তিই ধর্ম্ম, শক্তিই প্রকৃতি, প্রকৃতিই ধর্ম্ম, সদসৎ সকল কর্ম্মই ধর্ম্ম, প্রকৃতি প্রবৃত্তির অনুরাগ ভিন্নতায় ধর্ম্ম নানাপ্রকারের নামে অভিহিত হইতেছে, দেশ কাল পাত্র ভেদে, আচার ব্যবহারের সংস্কার প্রিয়তায় ধর্ম্ম জীবগণের প্রবৃত্তি অনুরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। একটু স্থির দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিবে আমাদের সকল কার্য্যই ধর্ম্ম। শাস্ত্র বলেন ধর্ম্মেই সংসার সৃজিত, পালিত ও রক্ষিত হইতেছে; প্রকৃতির সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম অণু পরমাণু সম্বন্ধ, ঐ যে আমাদের দৃষ্টির উপরে শূন্য ভেদ করিয়া পাহাড়টি ঊর্দ্ধমুখী, নদী নিম্নমুখী হইয়া শতধা বিচ্ছিন্ন হওতঃ দেশ প্লাবিত করিয়া সাগর সম্মিলনে ছুটিতেছে, উহাই উহাদের ধর্ম্ম। কেননা

উহারা আপন আপন স্বভাব শক্তির গুপ্ত ভালবাসায় আবদ্ধ, কি কি জানি পর্ব্বতের সহিত আকাশের কি আন্তরিক অনুরাগ, তাই সে সকল বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া এক মুখে উদভ্রান্ত ভাবে উঠিতেছে, নদী সাগরের সহিত কি সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ তাই আকুল প্রাণে নৃত্য করিতে করিতে অনুরাগের সহিত সাগরোদ্দেশে ছুটিতেছে, এই যে প্রকৃতি জগতের ছুটাছুটি সকলই ভালবাসার ভাব। একের সহিত অপরের ঐকান্তিক অনুরাগই যদি ভালবাসা হয় তবে সর্ব্বত্রই ভালবাসার ধর্ম্ম কর্ম্ম সংসাধিত হইতেছে দেখিতে পাই। এই যে জগৎ সতত একের সহিত মিলনার্থ লালায়িত, এই লালায়িত ভাবই যোগ, এই যোগই ভালবাসা, এবং তাহাই ধর্ম্ম। বিরোধ বিহীনতাই ধর্ম্ম, ভালবাসাই বিরোধ নাশের উপায়, সুতরাং ভালবাসাই ধর্ম্মের মূল।

ভগবান্ প্রেমময়, ভগবানের ইচ্ছাই প্রকৃতি, প্রকৃতিই ধর্ম্ম, প্রকৃতি প্রেমময়ী, সুতরাং সংসার সততই প্রেমে গ্রথিত, প্রেমের বাঁধনেই সংসার শৃঙ্খলান্বিত সংসারের সর্ব্বত্রই ভালবাসার দুশ্ছেদ্য বন্ধন। যে যাহার, স্বভাব তৃপ্ত্যর্থে পরস্পর পরস্পরের

ভালবাসায় আবদ্ধ এই স্বর্গীয় ভালবাসা আশ্চর্য্যভাবে আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। ইহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব উদ্ভেদ করা দর্শন জ্ঞানের অতীত। এই ভালবাসায় আবদ্ধ নয় কে? মহা প্রকৃতিও যেন এই প্রেমের ভাবে বিভোর, ঐ শুন কবি গায়িতেছেন :—

"প্রেমময়ী, প্রেমময়ী আদ্যাশক্তি !
এত প্রেম নাহি যদি হ'বে,
তা হ'লে কি বাঁধা পড়ে নির্ম্মুক্ত, নির্ক্ষুর,
চিদানন্দ আত্মদেব আত্মহারা হ'য়ে ?
অসীম, অনন্ত, অনাদি, সর্ব্বাবগাহী
এই ভালবাসা স্রোত।"

আজ ভালবাসা নাই কোথা? আজ সমস্ত সংসার বিধ্বস্ত হইয়া গেল, আমার সম্বন্ধ উঠিয়া গেল, কিন্তু ভালবাসা আমায় ছাড়িল কৈ? আপনাতে আপনার অনুরাগ জড়িত হইয়া রহিল, জড়িত সংস্কারই ভালবাসার ধর্ম্ম, আমাদের আমি স্থূলে সূক্ষ্মের ঐকান্তিক অনুরাগ জড়িত হইয়া পঞ্চীকৃত হইয়াছে,

জড় চৈতন্যে, চৈতন্য জড়ে পরস্পর স্নেহের ভাবে আবদ্ধ, সংসারী সংসারের সতত জ্বালামালাময় ব্যাপারে পুড়িয়াও আশার সুখে সম্বদ্ধ, কেমন এক কিসের ভাবে মুগ্ধ আশার ভালবাসায় জ্ঞানী ধীর তত্বজ্ঞও আবদ্ধ, ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলেন—

"ধীরোহপ্যতিবহুজ্ঞোহপি প্রবুদ্ধোহপি মহানপি।
তৃষ্ণয়া বধ্যতে জন্তুর্দন্তী শৃঙ্খলয়া যথা॥"

আশা তৃষ্ণাও এক প্রকারের ভালবাসা, ভালবাসাই ভগবানের নিজ সত্তা, সংসারে নানা ভাবে প্রকাশিত হইয়া কর্ম্মান্বিত কর্ম্ম আশা সূত্রাবদ্ধ কর্ম্মের পরিণাম ফল সুখ তৃষ্ণায় সংসারী সংসারাসক্ত. এই আশক্তি, অনুরাগ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেলে সংসার বিষম বিশৃঙ্খলতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। আশা অনুরাগের ভালবাসাই এই জগৎকে এরূপ মনোহারিণী বেশে সজ্জিত রাখিয়াছে, আজ বৈদান্তিকের বৈরাগ্য, বিবেকানুরাগের ভালবাসায় জাগতিক শৃঙ্খলা সুরক্ষিত হইতে পারে না, তাঁহাদের ভালবাসায় গতি যে মুখে প্রবাহিত, মায়ামোহিত জীবের ভাল-

বাসা সে দিকে প্রবাহিত না হইলেও উভয় শ্রেণীর অনুরাগ বৃত্তিই ভালবাসা বলিয়া গণ্য, কেননা তাহারা তাহাদের স্বভাবানুরূপ প্রকৃতিতেই মিলিত হইয়া থাকে, এ মিলন অবশ্যম্ভাবী। আজ সংসারীর স্নেহানুবদ্ধ ভালবাসায় বৈরাগী নিত্য স্থায়ী সুখ দেখিতে না পাইয়া উপেক্ষার ভাবে বলিলেন—

"মম পিতা মম মাতা মমেয়ং গৃহিণী গৃহং।
এবম্বিধং মমত্বং যৎ স মোহ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥"

কিন্তু ইহা মোহ বা কোন সামান্য ঘৃণিত সংস্কারই হউক, ভালবাসা ইহার অস্থি মজ্জাগত, এবং ইহা বহুল তৃপ্তি শান্তি প্রদান করিয়া থাকে, প্রবৃত্তিতে প্রকৃতির সহিতই সতত সম্বন্ধ থাকিয়া সংসার ধর্ম্ম সংসাধন করিতেছে, সুতরাং এই সাংসারিক প্রেমময়ী ভালবাসাই ধর্ম্ম না হইবে কেন? যে যে শ্রেণীরই ভালবাসা হউক, কিন্তু ভালবাসার ঐকান্তিক অনুরাগময় ধর্ম্ম সততই অবস্থান করিয়া থাকে, অনুরাগ ব্যতীত অণুপরমাণুও তিলমাত্র কর্ম্মান্বিত হইতে পারে না, অনুরাগের প্রেমময় ভাবে

এই বিশ্ব সতত কর্ম্মশীল, কর্ম্মই ধর্ম্ম, ধর্ম্মই ভালবাসা, ভালবাসাই ধর্ম্ম।

ভালবাসার ঐকান্তিক অনুরাগ নাই কোথা? এই সংসার স্ত্রী পুত্র পরিবারাদি বেষ্টিত আছে কোন্ শক্তিতে? বিষয়ী বিষয় চিন্তনে বাতুলের ন্যায় জগৎ মাথায় করিয়া বেড়াইতেছে কিসের টানে? আজ ধর্ম্মপ্রাণ প্রেমিক কাহার ভাবে বিভোর হইয়া সর্ব্বত্যাগী? সকলের আদিতে প্রবৃত্তি ভিন্নতার ভালবাসার স্রোতই চলিতেছে, ভালবাসা কোথায় নাই? ঐ যে নক্ষত্ররাজি শূন্যমার্গে বৈদ্যুতিক দৃষ্টিতে পৃথিবীর পানে আগ্রহের সহিত চাহিয়া রহিয়াছে উহা কি পৃথিবীর প্রতি অনুরাগময়ী ভালবাসা নয়? ভালবাসায় নয় বৃদ্ধি দেহ প্রাণে অনুবদ্ধ-মন বুদ্ধি জীবে-জীব আত্মার সহিত সহানুভূতি সূত্রে একীভূত আছে বলিয়াই এত আনন্দের ছড়াছড়ি, আনন্দই ধর্ম্ম, এই ধর্ম্মের ঐকান্তিক একটানা আকর্ষণে চতুর্দ্দশ ভুবন শৃঙ্খলাযুক্ত, এই শৃঙ্খলাই ভালবাসা, এই ভালবাসা ভগবানের সার্ব্বভৌমিক প্রেমের প্রতিরূপ বা প্রকাশ। একের সহিত একের সংযোগই ভালবাসা, এইরূপ

একের অনুরাগ পশ্চাৎ করিয়া অপরে তাহার পূর্ণ প্রাপ্তিই ভালবাসার পরিণতি, দেশকাল অবস্থিতির মধ্যে যাহার প্রবৃত্তি যে প্রকৃতিতে ঐকান্তিক অনুরাগের সহিত আবদ্ধ হইয়া সংসার লীলা শেষ করিবে, প্রকৃতির স্বাভাবিক শক্তিতে তাহাতেই পুনঃ সমবায়িত হইবে, এই সমবায়ই জীব-ধর্ম্মের ভালবাসা, তাই বলি ভালবাসাই ধর্ম্ম।

ভালবাসার গতি যে দিকে যাইবে তাহাতে সংমিলিত হওয়াই যদি তাহার ধর্ম্ম হয়, তবে আমাদের এই বিশ্ব সংসারস্থ যে কোন প্রিয় পদার্থে আমাদের ঐকান্তিক এক মুখী অনুরাগ হইবে, তাহাতেই স্বভাব সূত্রে সংযুক্ত হইব। ভোগৈশ্বর্য্য-সংস্কারে সুখ শান্তি এবং জ্ঞান-ধর্ম্মের চৈতন্য শক্তি প্রিয়তায় ভগবানে মিলিত হইয়া চির শান্তি বা আত্যন্তিক নিবৃত্তি সুখের অধিকারী হওয়া যায়। এই নিবৃত্তিই ঐকান্তিক অনুরাগের চূড়ান্ত ফল, প্রাণের এই একটানা ভালবাসায় জীব আত্মহারা হইয়া যায়, এ অবস্থায় তাহার নিজ সুখ শান্তির উপর আর লক্ষ্য থাকে না, ভালবাসার বস্তুতেই অত্যন্ত সংযোগ

হইয়া যায়, ভালবাসা তখন আপনা ছাড়িয়া সম্পূর্ণ রূপে ভালবাসায় ডুবিয়া কোথায় তলাইয়া যায় তাহার আর অনুমাত্র সম্বাদ পাওয়া যায় না এই জন্যই বোধ হয় ভালবাসা "অন্ধ" বলিয়া আখ্যাত, কেননা বিচার বিতর্কের শক্তি সামর্থ্য থাকে না, কেমন এক ভাবে মোহিত, ভালবাসার সহস্র দোষ থাকিলেও তাহার নিজের চক্ষে পড়ে না, কেননা তাহাতে একান্ত সংযুক্ত। সাধারণের ভিন্ন দৃষ্টি. জ্ঞানের প্ররোচনায় তাহার ভালবাসায় ভাব বিহীনতা আসিবে কোথা হইতে? সে ত তাহাতে নাই, তাহার ভালবাসা ভাবময়, ভাবের ভাবে ভালবাসিয়া ভালবাসার সহিত স্বয়ং ভালবাসাময় হইয়াছে, তবে যে একটু অস্তিত্ব জ্ঞাপক নিজ সত্তার ভিন্ন অবস্থান, তাহা কেবল সেই ভালবাসার কারণ, তৃপ্তিই তাহার সেই ভালবাসায় মিশিয়া থাকে, ভালবাসার তৃপ্তিতেই তাহার তৃপ্তি ইহাতে কোন স্বার্থ গন্ধ নাই। আমরা সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও আমাদের গর্ভধারিণী আমাদের অমঙ্গল কামনা করেন না, কেননা বাৎসল্য প্রেমের প্রকৃত ভালবাসায় জননীহৃদয় গঠিত ও জননীর পুত্রের প্রতি ভালবাসা

স্বাভাবিক ও একমুখী। এই স্বাভাবিক একমুখী ভালবাসা দোষ-গুণ-বিচার-ভাব-বর্জ্জিত, মাতার অনুরাগ পুত্রে, পুত্রের বিদ্যাবুদ্ধি ধনের সহিত তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ অনুবদ্ধ নহে, বিদ্যা বুদ্ধি ধন, গুণ বিকাশ। গুণ মুগ্ধ সংসার সতত পরিবর্ত্তনশীল, জননী স্বর্গাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা, নির্গুণ শক্তি সমষ্টিভূতা, গুণময়ী সংসার স্বভাবের অতীতা, সুতরাং সন্তানের প্রতি জননীর ভালবাসা অন্ধ। এই ভালবাসাই নির্ব্বিকার, এই অবিকৃত ভালবাসার যিনি আস্বাদ পাইয়াছেন, তিনি অনন্ত জাগতিক দুঃখ তাপেও সতত সন্তুষ্ট। এই ভালবাসার বিচিত্র কৌশলে আজ কংস-কারার শৃঙ্খলাযুক্তাবস্থায় দেবকীক্রোড়ে দিব্যদ্যুতির প্রকাশ, কেননা জন্ম-জন্মান্তর হইতে দেবকী ভগবদনুরাগিনী। ভগবান্ ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন, তাই দেবকীর অনুরাগে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পুত্র রূপে প্রকাশিত, এবং সেই দেবকী বাহিরে কৃষ্ণহারা হইয়াও সতত কৃষ্ণ সংযুক্তা, এই সংযোগই ভালবাসার ভাব, আত্মহারা ভাব। ব্রজবালক ও ব্রজগোপিকাগণ এই ভালবাসার ঐকান্তিক টানে সেই জ্ঞান ধ্যান যোগোন্মত্ত সাধকদিগের সাধের

সম্পত্তিকে সহজে লাভ করিয়াছেন, কেননা তাঁহারা তাঁহাতে তদ্গত প্রাণে অনুবদ্ধ, সংসারস্থ সকল কার্য্যেই তাঁহাদের হৃদয় কৃষ্ণানুগত, সংস্কার শক্তিতে কর্ম্মান্বিত, সুতরাং তাঁহাদের ভগবদ্ ভালবাসা হৃদয়ের বাহ্যিক কর্ম্ম বন্ধনের কারণ না হইয়া সেই ভালবাসার সহিত কর্ম্মান্তে একীভূত ভাব বা আত্যান্তিক সংযোগ সংঘটিত হইয়াছিল তাই বলিতেছিলাম, ভালবাসাই ধর্ম্ম, ধর্ম্মই ভালবাসা।

ভালবাসা-প্রাণেই ধর্ম্মের বিকাশ হয়। ভালবাসা যে ভাবে যথায় সম্বন্ধ থাকুক না, কালে সেই ভালবাসাই যাকার বস্তু তাহাতেই পর্য্যবসিত হইবে। ভগবান্ ভালবাসাময়। পূর্ব্বে বলিয়াছি ভগবানের ইহা নিজ সত্তা, সুতরাং যদি সত্তায় ভালবাসা সংযুক্ত হয়, তবে তাহাতেই সমবায়িত হইতে সত্তার স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মিবে, আবরণ ভেদ করিয়া আত্মায় আকৃষ্ট হইবে, কেননা তৃপ্তিই ভালবাসার স্বভাব, জাগতিক ভালবাসায় যখন জীবের অতৃপ্তি আসিবে তখন তাঁহাতে অনুরাগ না করিয়া থাকিতে পারিবে না, কেননা সে যে ভালবাসায় তৃপ্তি আছে

বুঝিয়াছে, ভালবাসা তাহার বহু জন্মের সাধন সংস্কার, এত দিন তাহার অন্বেষণে বা ব্যবহারে এই মর সংসারেই সুখ তৃপ্তি পাইতেছিল কিন্তু যখন তাহার বিচ্ছেদে অতৃপ্তি আসিল তখন তাহার সেই ভালবাসা লইয়া ভগবানে সংযুক্ত হইতে আন্তরিক চেষ্টা আসিল. একমুখী ভালবাসা তাহার অভ্যস্ত হেতু সহজেই তাঁহাতে তাহার হৃদয় মিলিত হইয়া যায়। এই ভালবাসার মাধুরী জাগতিক ব্যাপারগত অবস্থায় অভ্যস্ত হইয়াছিল বলিয়াই আমি 'মনুষ্যত্ব সাধন' প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম জগৎ-প্রিয় হইলেই জগদীশ প্রিয় হওয়া যায়, তাহার গুহ্য রহস্য ভালবাসা প্রাণ ভালবাসা প্রাণেই তাঁহার বিকাশ, আজ বিল্বমঙ্গল বৈকারিক ভালবাসার একটানা ভাবে চিন্তামণি বারাঙ্গনায় আসক্ত, বিল্বমঙ্গলের একটানা অনুরাগ অভ্যস্ত থাকায় হৃদয়ের সেই সংস্কারে ভগবান্‌কে ভালবাসিয়া আত্যন্তিক তৃপ্তির অধিকারে আসিল। তাই বলি ভালবাসা বৃত্তিটি পবিত্র, ব্যবহার বিচিত্রতায় তাহার ফলের তারতম্য হইয়া থাকে মাত্র। সংসারের মলা-মাটিতে ভালবাসার একান্ত সংযোগই সংসার, এবং সেই ভাল-

বাসা সেই চৈতন্যময়ে সংমিশ্রিত হইবার জন্য জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি ক্রমে লালায়িত থাকিলেই আত্যন্তিক নিবৃত্তি—শান্তি লাভ হইয়া থাকে। এই জন্য বলি—

"ভালবাসাই ধর্ম্মের মূল।"

রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মিলন দেখিতে দেখিতে কতদূরে আসিয়া পড়িলাম ও "ভালবাসাই ধর্ম্মের মূল" এই বিষয় লইয়া এতাবৎকাল পাঠকবর্গকে বড়ই বিরক্ত করিয়াছি। আশা করি পাঠক মহোদয়গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা করিয়া বিবেচনা করতঃ পাঠ করিবেন, তাহা হইলেই অচিরে বিরক্তির কারণ দূর হইবে। কৃষ্ণ-প্রেম চালনা করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে ভালবাসা শিক্ষা করিতে হইবে, সেই কারণ গুরুদেবের উক্ত মহামূল্য উপদেশ এস্থলে না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভাল-বাসা কথাটী শুনিতে সরল, কিন্তু কার্য্যে পরিণতি অতীব সুকঠিন, সেই জন্য লোকগত ব্যবহারে ভালবাসা শিক্ষা করিয়া ভগবৎ ভালবাসা শিক্ষা করিতে হইবে, নচেৎ কোন রূপেই

ঐ ভগবৎ প্রেমসাগর শুধু বচন-সন্তরণে পার হইতে পারা যাইবে না। মানব মাত্রেরই উহা বাল্যাবস্থা হইতে পরিচালনা করা উচিত নচেৎ চিরকাল অন্ধের ন্যায় ভ্রমণ করিতে হইবে। কৃষ্ণঃ প্রেম না বুঝিতে পারিলে মনুষ্য জীবন পশু-জীবনবৎ হইবে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। "ভালবাসি" এই কথা ভোগলালসা দ্বারায় মিশ্রিত না করিলে ভগবৎ ভালবাসা আমরা অনুভব করিব, তখন আর লোকগত ভালবাসায় প্রাণ মজিবে না, তখন অমিয় কৃষ্ণ-প্রেমে রতি হইবে, তখন শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বলিতে ক্রন্দন আসিবে, তখন যুগল-মিলন দেখিতে প্রাণ নাচিয়া উঠিবে কারণ ইহাই জগতে একমাত্র সার,—শ্রেষ্ঠ প্রেম। প্রকৃতি পুরুষ একরূপান্বিত করিয়া বিশ্বপ্রেম শিক্ষা করা আমাদের সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য। উহাদের বিশেষ জ্ঞান থাকিলে রাধাকৃষ্ণ-প্রেম বুঝা অধিকতর কষ্ট সাধ্য হয় না। রাধাকৃষ্ণকে জানিতে হই... প্রকৃতি পুরুষকে ভাল করিয়া বুঝা উচিত। অতএব অবশেষে আমরা বলিতে পারি **রাধা-কৃষ্ণ বা প্রকৃতি-পুরুষের** মিলনানুভূতি অনাদি ব্রহ্মের রূপদর্শন বা বিশ্বরূপ দর্শনের মূল-

ভিত্তি। অতএব রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কথা আর কি বলিব?—আহা! ইহাই জগতে শ্রেষ্ঠ প্রেম!—ইহাই মুক্তির একমাত্র ধ্রুব উপায়!!

এক্ষণে আমরা বক্তব্য বিষয় সাঙ্গ করিলাম। রাধাকৃষ্ণের প্রেম প্রকৃত ঐশ্বরিক প্রেম, কিন্তু আমরা কোথায় রহিয়াছি? সাধু মুখে কৃষ্ণপ্রেমের কথা শুনি, কিন্তু ঐ প্রেমের প্রেমিক হইতে ইচ্ছা হয় কই? কবে আমাদের উক্ত প্রেমে ব্রতী হইবার অভিলাষ হইবে? কবে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিতে পারিব ও হৃদ্‌পদ্মাসনে প্রেমের ঠাকুর দেখিব ও আত্ম-হারা হইব? গুরুদেব এক দিন শিক্ষা প্রদানচ্ছলে বলিয়াছিলেন,—দেখ ভক্তগণ! অনন্তকাল ব্যাপিয়া আমরা এই অজ্ঞান অবস্থায় জীবন যাপন করিয়া অজ্ঞানই আমাদের জ্ঞান হইয়াছে এবং ইহাতেই আমাদের আনন্দ লাভ হইতেছে। অভ্যাসের সংস্কারে কেবল মাত্র এই ঘোর দুঃখ শোক তাপের অসহ্য পীড়ন সহনীয় হইয়াছে! দীর্ঘকাল কারাবাস করিয়া কারাবাসীর কারাবাসই

যেমন প্রিয় হইয়া যায়, তদ্রূপ দেহাত্ম বুদ্ধি ভ্রমে প্রত্যক্ষ অসৎ বস্তুতে সতের মোহ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, এই দৈহিক সংকীর্ণতা, বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন জীব হইয়াও সহজে ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। নিত্য জীবের দৈহিক পরিতাপ পরিনাম দেখিয়াও আমার আমির স্থূল সুখাশায় বিমুগ্ধ রহিয়াছি, স্বপনে একবার ভাবি না—

"আদিত্যস্য গতাগতৈরহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবনং
ব্যাপারৈর্ব্বহুকার্য্য কারণশতৈঃ কালোপি ন জ্ঞায়তে।
দৃষ্ট্বা জন্ম জরা বিয়োগ মরণং ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে
পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদমদিরামুন্মত্ত ভূতং জগৎ॥"

যে আমাদের গণা দিনের, দিন দিন লাঘব হইতেছে, একবার নির্জ্জনে বসিয়া আমাদের আমির এই বদ্ধ ভাব কিসে মোচন হইবে তাহা ভ্রমেও চিন্তা করিলাম না। আমরা নামে 'মনুষ্য' হইয়া রহিলাম, প্রভাত হইয়াছে তবুও শয্যা ত্যাগের অভিলাষ নাই, আলস্য করিয়া শয্যায় আড়া মোড়া ভাঙ্গিতেছি, জাগ্রত বিবেকী সদাত্মারা অগ্রে শয্যা-ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সংসাধন করিবার জন্য

উচ্চৈঃস্বরে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে বলিতেছেন, আমরা মায়ানিদ্রাভিভূত জীব; শয্যায় পড়িয়া যাই যাই করিয়া আবার দিবা ভাগ পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতেছি। ঘুম ভাঙ্গিয়াও ভাঙ্গেনা. এই অশীতিলক্ষ যোনিব্যাপী সুদীর্ঘ রাত্রিতে অঘোরে নিদ্রা যাইতেছি, প্রাতের প্রাতঃকৃত্য কাল, শয্যাতেই কাটিয়া গেল।

এই অবস্থায় আবার আমরা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া সমাজ স্থাপিত করিতে যাই, কিন্তু মূলভিত্তি হারাইয়া অসার হইয়া রহিয়াছি তাহা জানি না, এ কি কম আক্ষেপের বিষয়! উক্ত প্রেমের রসাস্বাদন পাইতে হইলে নিজে প্রেমিক হওয়ার প্রয়োজন; সে প্রেমের একমাত্র ভিত্তি যৌগীক ক্রিয়া! সেই-জন্ম যোগ ব্যতিরেকে উক্ত প্রেম কেহ ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে না, অতএব অশ্লীল বলিয়া উড়াইয়া দেয়। যিনি ভাগ্যবলে সদ্‌গুরু পাইয়াছেন তিনি গূঢ় রহস্য ভেদ করিয়া প্রেমিক হইয়াছেন ও নিজে নিজেই প্রেম ভোগ করেন। কোন মহাত্মা বলেন "হিন্দুর যাবতীয় শাস্ত্র ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। তাঁহারা সকলই যোগের একই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে

অবস্থায় "আমি," "তুমি," "মানুষ," "গরু," "ছাগল," "ভেড়া," ইত্যাকার ভেদ জ্ঞান থাকে না। সে অবস্থায় "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" এই জ্ঞান হয়। তবে এরূপ স্থলে তাঁহাদের প্রণীত শাস্ত্র সকল বিভিন্ন হইবে কেন? কখনই বিভিন্ন হইতে পারে না। আমরা ভেদজ্ঞান পূর্ণ, সুতরাং আমাদের যেমন জ্ঞান ও যেমন বুদ্ধি তদ্রূপই বুঝিয়া লই। যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন :—

"বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ,
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং,
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

অজ্ঞানীর চক্ষে শাস্ত্র বিভিন্ন ঠেকে। জ্ঞান চক্ষে দেখিলে সকলই এক। এক বই দুই নাই। যিনি যোগী তিনি ভেদ-জ্ঞান যাইলে সকল শাস্ত্র এক হইবে, সকল ধর্ম্ম এক হইবে। এ জ্ঞান না আসিলে হিন্দু সন্তান রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব প্রেমের গূঢ়ার্থ উপলব্ধি করিতে পারিবে না, এবং দু' পাতা ইংরাজির তেজে অন্ধ হইয়া সেই চিরতমসাচ্ছন্নাবস্থায় থাকিয়া সনাতন

হিন্দু ধর্ম্মে কলঙ্ক আরোপিত করিবে,ও নাম মাত্র হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ একমাত্র মঙ্গলময় জীবের উদ্ধারকারী, এ কথায় তো কাহার সন্দেহ নাই, অতএব আসুন পাঠকবর্গ একবার মুক্ত কণ্ঠে জ্ঞানানন্দসুরে সেই প্রেমময়ের গুণ কীর্ত্তন করি :—

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

বিধাতা মঙ্গলময়, জানিয়াছ যদি মন :
ভবের ভোজের বাজী. দেখে কেন দুঃখ গণ ॥
শোকতাপ দুঃখ জ্বরা, জগতের নিত্য ধারা,
কর্ম্ম ফলে ঘোরা ফেরা, অনন্ত আশা কারণ ॥
বাসনা থাকিতে মনে, মুক্তি নাই শত জীবনে,
শিশিতে মরি যখনে, মনে কি জীব কখন :—
তাই জ্ঞানানন্দ বলে, নির্লিপ্ত ভাবে ভূতলে,
থাকি কাট কর্ম্ম জালে, শিয়রে জানি শমন ॥

নমঃ গোবিন্দায় নমঃ !

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৫	১২	প্রতীচ্য	প্রাচ্য
৩৮	২	পরাণ	পাষাণ
ঐ	৬	পাষাণ	পরাণ।